রস-কীর্ত্তন

মান, মাথুর, নৌকাবিলাস ও রূপাভিষার

(গান ও আখরসহ)

শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস সঙ্গীতাচার্য্য

কর্ত্তৃক রচিত

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪এ, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা (৬)

২য় সংস্করণ, ১৩৬০।৮]

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রকাশক ঃ—
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ধর।
১০৪এ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা (৬)

গ্রন্থকারের কতকগুলি পুস্তক

সঙ্গীত পরিচয় বা হারমোনিয়াম শিক্ষা—২৲
(প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে এমন সুন্দর পুস্তক আর নাই)
ঐ ২য় ভাগ—২৷৹
সহজ বাঁয়া তবলা শিক্ষা—২৲
সেতার শিক্ষা—২৲
এসরাজ শিক্ষা—২৲
নগর-কীর্ত্তন—৸৹

প্রিণ্টার—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চন্দ্র।

জগদ্ধাত্রী প্রেস
৫।২নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো কলিকাতা (৭)

সূচিপত্র

সূচীপত্র সমাপ্ত

রস-কীর্ত্তন

মান বা কলহান্তরিতা

গৌরচন্দ্র

মান-বিরহ-জ্বরে পহু ভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহি লোর।

(গোরা কেঁদে আকুল হ'লো, নয়নধারার বিরাম নাই রে, গোরা কেঁদে আকুল হ'লো।)

ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহি লোর॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চাঁদ,
অখিল জীবের মন-লোচন ফাঁদ।

(কেন কাঁদে রে, জগৎ কাঁদায় যে গোরা, সে কেন কাঁদে রে ?)

অখিল জীবের মন-লোচন ফাঁদ॥
প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচন তারা,
প্রলাপ সন্তাপ আদি ভাবে বিভোরা।

(প্রলাপ বকে রে, দু নয়নে ধারা বহে, প্রলাপ বকে রে!)

প্রলাপ সন্তাপ আদি ভাবে বিভোরা॥
কাঁদিয়া কহয়ে পুনঃ ধিক মোর বুদ্ধি,
অভিমানে হারাইনু কানু গুণনিধি।

(হারাইলাম রে, অভিমানে মত্ত হ'য়ে হারাইলাম রে, কানু হেন গুণনিধি হারাইলাম রে!)

অভিমানে হারাইনু কানু গুণনিধি ॥
যে হৈল মনের দুঃখ কি বলিব কায়,
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায়।
(উপায় বল গো, জান যদি মরম সখি, উপায় বল গো !)
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায় ॥
এইরূপে উদ্ধারিল সব নর-নারী,
এ রাধামোহন কিছু না হ'লো হামারি।
(হ'লো না রে, অভিমানে কিছু হ'লো না রে, পেয়ে হারাইলাম, কিছু হ'লো না রে !)
এ রাধামোহন কিছু না হ'লো হামারি ॥

১। আঁধল প্রেম পহিল নাহি হেরনু,
সো বহুবল্লভ কান।
(আগে জানি না গো, সে যে বহুবল্লভ, তা আগে জানি না গো, প্রেমে অন্ধ হ'য়েছিলাম, আগে জানি না গো !)
সো বহুবল্লভ কান ॥
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহর্নিশি জ্বলত পরাণ।
(কেন করেছিলাম, তার সনে বাদ কেন করেছিলাম,)
অহর্নিশি জ্বলত পরাণ ॥
সজনি ! তোহে কঁহি মরম কি দাহ।
(কারে বা বলবো, তোরে বিনে আর কারে বা বলবো, তুই আমার মরম সখী, তোরে বিনে কারে বা বলবো ?)

সজনি! তোহে কঁহি মরম কি দাহ॥
কানুক দোখে যো ধনি রোখই
সোই তাপিনী জগমাহ।
যো হাম মান বহুত করি মানলু
কানুক মিনতি উপেখি।

(ভেবেছিলাম, মানকে বড় ভেবেছিলাম, কানু হ'তে মানকে বড় ভেবেছিলাম।)

কানুক মিনতি উপেখি॥
সো অব মনসিজ-শরে ভেল জর জর,
তাকর দরশ না পেখি।

(এখন হ'লো জর জর, মান-জ্বরে জর জর, কানু ধনে উপেখিয়ে মান-জ্বরে জর জর।)

তা কর দরশনা দেখি॥
ধৈরজ লাজ, মান সঞে ভাগল,
জীবন রহত সন্দেহা।

(সকলই গেছে, মানে আমার সকলই গেছে, কেবল প্রাণ মাত্র বাকী আছে, মানে আমার সকলই গেছে।)

জীবন রহত সন্দেহা॥
গোবিন্দ দাস কহই সতী ভামিনী
কানুক ঐছন লেহা॥

(কৃষ্ণ-প্রেমের এই তো রীতি, কখন হাসায় কখন কাঁদায়, কৃষ্ণ-প্রেমের এই তো রীতি।)

কানুক ঐছন লেহা॥

শ্রীমতী রাধার এই কথা শুনে এক সখী বলছেন—

২। শুনইতে কানু মুরলী রব মাধুরী
শ্রবণ নিবারলু তোয়।

(তখন মানা করেছিলাম, শ্যামের বাঁশী শুনিস্ না রাই, ঐ রূপে নয়ন দিস্ না রাই !)

শ্রবণ নিবারলু তোয় ॥
হেরইতে রূপ নয়ন যুগ ঝাপলু,
তৈখনে রোখলি মোর।

(তখন বল্লি তোদের কি, আমি রূপ দেখ্‌বো বাঁশী শুন্‌বো, বল্লি তোদের কি !)

তৈখনে রোখলি মোর ॥
তৈখনে কহিনু তোয়,
ভরমহি তা সঞে, নেহ বাড়াঅলি,
জনম গোঙায়বি রোয়।

(তোর এখন কাঁদার কি হয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে জনম যাবে, তোর এখন কাঁদার কি হয়েছে ?)

জনম গোঙায়বি রোয় ॥
বিনি গুণ পরখি, পরক রূপ লালসে,
কাহে সোঁপিলি নিজ দেহা,

(বিচার ক'রে দেখ্‌লি না রাই, দেহ মন সঁপে দিলি, বিচার ক'রে দেখলি না রাই !)

কাহে সোঁপলি নিজ দেহা ॥
দিনে দিনে খোয়বি, ইহ রূপ-লাবণি ;
জীবইতে হইবি সন্দেহা।

(রূপ-লাবণ্য রবে না গো, কালো ভেবে ভেবে কালো হবে, রূপ-লাবণ্য রবে না গো !)

জীবইতে হইবি সন্দেহা ॥

যো তুঁহু হৃদয়ে, প্রেম-তরু রোপিলি,

শ্যাম-জলদ- রস আসে।

(সে তো এসেছিল, শ্যাম-জলধর এসেছিল, প্রেমবারি বরষিতে শ্যাম-জলধর এসেছিল। তারে উড়ায়ে দিলি, মান-পবনের ঝঞ্ঝাবাতে তারে উড়ায়ে দিলি, এখন কাঁদলে কি হবে রাই !)

শ্যাম-জলদ-রস আসে ॥

সো অব নয়নক, লোর দেই সিঞ্চহ,

কহতহি গোবিন্দ দাসে।

(এখন নয়নবারি সিঞ্চন কর, কৃষ্ণ-প্রেম-তরুমূলে এখন নয়নবারি সিঞ্চন কর।)

কহতহি গোবিন্দ দাসে ॥

৩। সে হেন রসিক নাগরের সনে কেন বা করিলি কলহ।

আগে না বুঝিলি, মানেতে মজিলি, অবকাহে মুঝে বলহ।

(বল্‌লে কি হবে রাই, এখন বল্‌লে কি হবে রাই, তুমি মানে মাধব হারায়েছ, এখন বল্‌লে কি হবে রাই !)

অবকাহে মুঝে বলহ ॥

ধনি, নারিলি পিরীতি রাখিতে,

একি প্রতিদিন কলহ করিবি, নারি মেনে মোরা সাধিতে।

(আমরা পার্‌বো না গো, অমন ক'রে সাধতে পার্‌বো না গো, নিতুই তোদের মান করা, অমন ক'রে সাধতে পার্‌বো না গো !)

নারি মেনে মোরা সাধিতে॥
তোরা নিতুই করিবি দ্বন্দ্ব।
সে বলে রাই রসিকিনী নয়, তুই বলিস্ নাগর মন্দ।

(তোরা দুজনাই সমান, রাধে, তোরা দুজনাই সমান, সেও যেমন, তুইও তেমন, তোরা দুজনাই সমান।)

তুই বলিস নাগর মন্দ॥
রাজার ঝিয়ারী, তাহাতে গুঁয়ারী,
ইথে কি পিরীতি রয় গো।
উঠে আয় লো বিশাখা, রাই থাকুক্ একা,
কাছে থাকা ভাল নয় গো।

(কোন্‌দিন কাঁদতে হবে, আমাদিকেও কোন্‌দিন কাঁদতে হবে, কৃষ্ণ ত্যাগীর কাছে থাক্‌লে কোন্‌দিন কাঁদতে হবে।)

কাছে থাকা ভাল নয় গো॥
তুই করিলি কি মাম, উপেখলি কান,
বৈরী হাসালি ব্রজেতে!
কথা শুনে চন্দ্রাবলী, দিবে করতালি,
মুখ দেখাইবি কোন লাজেতে।

(মুখ দেখাবি, কোন লাজে মুখ দেখাইবি, এ ব্রজমণ্ডলের মাঝে কোন লাজে মুখ দেখাইবি?)

মুখ দেখাইবি কোন লাজেতে॥
কৃষ্ণ হেন ধন, যে করে ত্যজন,
তার কি জীবনে আশ।

তার বাঁচাতে কি ফল, মরণ মঙ্গল,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।

(তার মরণ ভাল, বাঁচা চেয়ে তার মরণ ভাল, কৃষ্ণত্যাগী হয় গো যে জন, বাঁচা চেয়ে তার মরণ ভাল!)

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

৪। আসিয়া নাগর, সম্মুখে দাঁড়াল,
গলে পীতবাস দিয়ে,
সে চাঁদবদনে, ফিরি না চাহলি,
তু বড় নিঠুর মেয়ে।

(নিঠুর কেবা আছে, তোর মত নিঠুর কেবা আছে, ওহে মানের গরবিনি. তোর মত নিঠুর কেবা আছে?)

তু বড় নিঠুর মেয়ে ॥
সে শ্যাম নাগর, জগত-দুর্ল্লভ,
কিসের অভাব তার?
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দাসী হইয়াছে যার।

(দাসী হয়েছে, কুলবতী কত দাসী হয়েছে, মন প্রাণ সব সপে দিয়ে কুলবতী কত দাসী হয়েছে।)

দাসী হইয়াছে যার ॥
তার চূড়া মেলে, সুখেতে থাকুক্,
তাহে ময়ূরের পাখা।

তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দুয়ারে পাইবে দেখা।

(কিছু অভাব নাই হে, তার কিছু অভাব নাই হে, সে যে জগৎ-দুর্ল্লভ বহুবল্লভ, তার কিছু অভাব নাই হে!)

দুয়ারে পাইবে দেখা॥

অভিমানী হইয়া, মোরে না কহিয়া,
তেজলি আপন সুখে।
আপনার শেল, যতনে আপনি, হানিলি আপন বুকে।

(কারো দোষ দিও না, তুমি কারো দোষ দিও না, আপন দোষে হারায়েছ, তুমি কারো দোষ দিও না।)

হানিলি আপন বুকে॥

মনের আগুনে, মরহ পুড়িয়া,
নিভাইবা আর কিসে।
শ্যাম-জলধর, আর না মিলিবে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।

(মিলিবে না হে, শ্যাম জলধর আর মিলিবে না হে, তোমার ঐ হৃদ-আকাশে শ্যাম-জলধর মিলিবে না হে।)

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

৫। চরণে লাগিয়া হরি, হার পিঁধায়ল,
যতনে গাঁথিয়া নিজ হাতে।

(তখন চরণ পানে চাইনি সখি, চরণ ধ'রে হার পরাইল, তখন চরণ পানে চাইনি সখি!)

যতনে গাঁথিয়া নিজ হাতে॥

সো নহি পহিরলুঁ, দূরহিঁ দাঁড়ল

মানিনী অবনত মাথে।

(কেন আমি চাইলাম না গো, চাইলে মাধব যেতো না গো, কেন আমি চাইলাম না গো!)

মানিনী অবনত মাথে॥

সজনি, কাহে মোর দুরমতি ভেল।

মান দগধ মঝু বিদগধ নাগর,

রোখে বিমুখ ভৈ গেল।

(চ'লে গেল, নাগর বিমুখ হ'য়ে চ'লে গেল।)

রোখে বিমুখ ভৈ গেল॥

গিরিধর নাহ, বাহু ধরি সাধল,

হাম নাহি পালটি নেহার।

(কেন ফিরে চাইলাম না গো, করে ধ'রে কত সেধে গেল, কেন ফিরে চাইলাম না গো!)

হাম নাহি পালটি নেহার॥

হাতক লছিমী, চরণে করু ডারলু,

অব কি করব পরকার।

(এখন উপায় কি করিব, বল বল প্রাণসখি, এখন উপায় কি করিব?)

অব কি করব পরকার॥

সো বহুবল্লভ, সহজই দুল্ল'ভ,

পুনঃ দরশনে মনঝুর।

গোবিন্দ দাস ষব, আনি মিলায়ব,
তবহু মনরথ পূর ॥

৬। চরণ নখরর মণি রঞ্জন ছাঁদ,
ধরণী লোটায়ল গোকুলচাঁদ।

(ধূলায় লোটায়ল, গোকুলচাঁদ ধূলায় লোটায়ল, রাই রাখ—রাই রাখ ব'লে চাঁদ ধূলায় লোটায়ল।)

ধরণী লোটায়ল গোকুলচাঁদ ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন-লোর,
কতরূপে মিনতি কয়ল পিয়া মোর।

(কত সেধে গেল, শ্যাম-নাগর কত সাধে গেল, রাধে, দয়া কর ব'লে শ্যাম-নাগর কত সেধে গেল।)

কতরূপে মিনতি কয়ল পিয়া মোর ॥
লাগল কুদিন হাম করলহু মান,
অবহু না নিকসই কঠিন পরাণ।

(কেন গেল না, আমার প্রাণ কেন গেল না, সেই প্রাণবঁধুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ কেন গেল না? অনুগত, আমি তবে জান্‌তাম অনুগত, আমার প্রাণবঁধুর সঙ্গে গেলে তবে জান্‌তাম অনুগত।)

অবহু না নিকসই কঠিন পরাণ ॥
রোখ তিমির এত বৈরকি জান,
রতনক ভৈগেল গৈরিক ভান।

(জানি না সখি, আমি আগে জানি না সখি, মান আমার বৈরী হবে, আমি আগে জানি না সখি, মানে রতন হারাইব, আমি আগে জানি না সখি!)

রতনক ভৈগেল গৈরিক ভান ॥

নারী-জনমে হাম না করনু ভাগি,

মরণ শরণ ভেল মানকি লাগি।

(মানে মরণ হ'লো, আমার সাধের মানে মরণ হ'লো, আমি সাধ ক'রে মান করেছিলাম, সাধের মানে মরণ হ'লো।)

মরণ শরণ ভেল মানকি লাগি ॥

বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি,

ধৈরয ধর চিতে মিলবে মুরারি।

(আর কাঁদিস্ না, রাধে, অমন ক'রে আর কাঁদিস্ না—'হা কৃষ্ণ'—'হা কৃষ্ণ' ব'লে অমন ক'রে আর কাঁদিস্ না।)

ধৈরয ধর চিতে মিলবে মুরারি ॥

৭। মান কয়লি তো কয়লি, কলহে কাহে কাঁন্দসি,

বৈঠ রহু তুহু ভবনে।

সো কাহা যাওয়ব, আপহি আওয়ব,

পুনঃহি লোটায়ব চরণে ॥

(তোমা ছেড়ে কোথা যাবে, পুনঃ এসে পায়ে ধরিবে, কোথা যাবে, তুই আপন ঘরে ব'সে থাক রাই, কোথা যাবে ?)

পুনঃহি লোটায়ব চরণে ॥

সুন্দরি, বচনে করিও বিশোয়াস,

সজল নয়নে হরি, ধরণী লোটায়ত,

চিত্রা কহল মঝু পাশ।

(চিত্রা আমায় ব'লে গেল, এই সে দেখে এসেছে গো !)

চিত্রা কহল মঝু পাশ ॥

বেনু ধেনু তেজি সকল সখাগণ

পরিহরি নীপমূলে বসই,

রাই রাই বলি. শিরে কর হানই

তুয়া নাম করি নিশ্বাসই।

(এখনও তোমায় ভোলে নাই গো, এত অপমান হ'য়েও এখনও তোমায় ভোলে নাই গো !)

তুয়া নাম করি নিশ্বাসই ॥

তুয়া লাগি কত বেরি, বেরি বেরি মঝু ঘরে,

আওয়ব হামে হরি সাধব লাখ।

চন্দ্রশেখর কহে, তবে তুহু জানত,

কাহে করত হুতাশ ॥

(ধৈর্য্য ধ'রে ব'সে থাক রাই, প্রকারেতে মিলায়ব, ধৈর্য্য ধ'রে ব'সে থাক রাই !)

কাহে করত হুতাশ ॥

কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাদূতীর গমন।

৮। জীতি কুঞ্জর, গতি মন্থর, গমন করত নারী।

(যেন করিণী যায় রে, হরি আনিতে করিণী যায় রে, যায় রে পবনের গতি যেন, করিণী যায় রে !)

গমন করত নারী ॥

বংশী বট, যাবট তট; বনহি বন হেরি ॥

(খুঁজে খুঁজে যায় রে, একে একে সব খুঁজে যায় রে, ওহে রাধানাথ কোথা আছ ব'লে একে একে সব খুঁজে যায় রে !)

বনহি বন হেরি ॥

শ্যামকুণ্ড, মদনকুঞ্জ, রাধাকুণ্ড তীরে ।

(থাক্‌লে থাক্‌তে পারে, হেথায় থাক্‌লে থাক্‌তে পারে, মধ্যাহ্ন বিলাসের স্থান, থাক্‌লে থাক্‌তে পারে, নৈলে তাই করেছে, যা ব'লে গেছে, বুঝি তাই করেছে, ব'লে গেছে রাধাকুণ্ডে প্রাণ ত্যজিব, বুঝি প্রাণ ত্যজেছে)

রাধাকুণ্ড তীরে ॥

দেখ্‌লেন সেখানে নাই ।

দেখে-দ্বাদশ বন হেরত সঘন শৈলহুঁ কিনারে ।

(থাক্‌লে থাক্‌তে পারে, হেথাও থাক্‌লে থাক্‌তে পারে, গিরিধারী নাম ধরে, থাক্‌লে থাক্‌তে পারে ।)

শৈলহুঁ কিনারে ॥

সেখানেও নেই ।

যাঁহা সব ধেনুরব, তাঁহা চলত জোরে,

দেখে শ্রীদাম স্থদাম মধুমঙ্গল দেখত বলবীরে ।

(বলাইচাঁদ দাঁড়ায়ে, একা বলাইচাঁদ দাঁড়ায়ে, চাঁদের কাছেতে কাল মেঘ নাই, বলাইচাঁদ দাঁড়ায়ে ।)

(দেখে রাম নাই, দূতী দেখে রাম নাই, বলরাম আছে, অভিরাম নাই, ব্রজগোপীর নেত্র-অভিরাম নাই ।)

দেখত বলবীরে ॥

সেখানেও নাই, তারপর যমুনার ধারে গেলেন ।

যমুনাকুলে নীপহু মূলে, পড়ি রহু বনয়ারী ।

(একটী কাঙ্গাল রাখাল ধূলায় প'ড়ে, যেন ত্রিজগতে উহার কেউ নাই, একটী কাঙ্গাল রাখাল ধূলায় প'ড়ে।)

(শ্যামের প'ড়ে বাঁশী, রাধা নামের সাধা বাঁশী, সেই বাঁশীতে পবন আসি সঞ্চারে, অমনি জয় রাধে শ্রীরাধে বলে।)

শশিশেখর ধূলি ধূসর জপতহি প্যারী প্যারী।

(তবু নাম ছাড়ে নাই, এত দুঃখে তবু নাম ছাড়ে নাই, রাধা নাম জপ ক'রে শ্যাম প্রাণ রেখেছে, এত দুঃখে তবু নাম ছাড়ে নাই।)

জপতহি প্যারী প্যারী॥

———

৯। তখন—দূরে হেরি নাগর চতুরা সহচরী
ঠমকি ঠমকি চলি যায়।
হেন আন্ কাজে চলত বর-রঙ্গিনী
ডাহিনে বামেতে নাহি চায়।

শ্যাম-নাগর দূরে দূতীকে দেখে, মনে মনে ভাব্ছেন যে, এইবার বোধ হয় দূতী আমায় নিতে আস্ছে ; কিন্তু দেখ্লেন দূতী অন্যদিকে চাইতে চাইতে চ'লে যাচ্ছে। তা দেখে শ্যাম-নাগর মনে কর্‌লেন যে দূতী বোধ হয় আমাকে দেখ্তে পায়নি, এই মনে করে তখন—

'সহচরি—সহচরি'—করি হরি বহু বেরি বহু বেরি
করত ফুকার।

তখন দূতী শ্যাম-নাগরের কথা শুনে অমনি :—

ফিরি কহি সহচরী, হাম রাই কিঙ্করী
নাম লয় কোন গুঁয়ার।

শ্যাম-নাগর দূতীর কথা শুনে ঃ—

তখন কহত হরি হাম রাই-কিঙ্কর,
করুণা করিবে হিঁয়া আহ।
গোবিন্দ দাসে কহে শুন ধনি সুন্দরি,
শুনি তবে আন্ কাজে যাহ॥

দূতী শ্যাম-নাগরের নিকটে গিয়ে বল্‌ছেন—কি বলবে তাই বল হে নাগর, এখন আমার দাঁড়াবার সময় নাই! আমাদের রাধারাণী ভানু পূজা কর্‌বেন সেই জন্য আমি ফুল তুল্‌তে যাচ্ছি।

তখন শ্যাম-নাগর বল্‌ছেন দূতি! বল—বল, তোমাদের রাধারাণীর মান ভেঙ্গেছে কি তেমনি আছে? যদি মান ভেঙ্গে থাকে, তবে আমায় রাধারাণীর কুঞ্জে নিয়ে চল।

তখন দূতী বল্‌ছেন, শ্যাম-নাগর! আমাদের সেই মানিনীর মান, সে কি আর ভাঙ্গবার মান, সে মান আরও দ্বিগুণ বেড়েছে, এখন রাধা-রাণী পণ করেছে যে, কালোবরণ আর হের্‌বে না।

শ্যাম-নাগর বল্‌ছেন, দূতি! তোমাদের রাধার কুঞ্জে যে অনেক কালো আছে, সে সব কি ক'রে ত্যাগ করেছে?

দূতী বল্‌ছেন ঃ—

১০। "চারু চিবুক পর এক তিল আছিল,
নিন্দি মধুপ সুত শ্যামা।
তৃণ অগ্রে কবি মলয়জ রঞ্জন
সবহুঁ ছাপায়লু রামা।"

লেপে দিয়েছে, তিলে চন্দন লেপে দিয়েছে, কালবরণ ঢাকবে ব'লে তিলে চন্দন লেপে দিয়েছে।)

ছাপায়লু রামা ॥

"জলধর হেরি   চন্দ্রাতপ ঝাঁপল

শ্যামরি সখি নাহি পাশ ।"

(বাহির ক'রে দিয়েছে, তাকে কুঞ্জের বাহির ক'রে দিয়েছে. শ্যামা সখীকে কুঞ্জের বাহির ক'রে দিয়েছে, কালবরণ হেরবে না তাই কুঞ্জের বাহির ক'রে দিয়েছে ।)

শ্যামরি সখি নাই পাশ ॥

"আর তমাল তরুগণে   চূণে লেপায়ল

শিখী পিক দূরে নিবাস ।"

(চ'লে গিয়েছে, কুঞ্জ হ'তে তারা চ'লে গিয়েছে, রাধারাণীর কুঞ্জ হ'তে তারা চ'লে গিয়েছে ।)

শিখী পিক দূরে নিবাস ॥

"তুয়া গুণ বোলত   এক শুক পণ্ডিত,

শুনি তঁহি উঠে রোসাই,

পঞ্জর ঝটকি ফটকি   কর পটকিতে,

ধাই ধরল হাম যাই ।"

(পঞ্জর ভেঙ্গে যে দিত, আমি গিয়ে না ধরলে মানভরে পঞ্জর ভেঙ্গে যে দিত ।)

ধাই ধরল হাম যাই ॥

"মধুকর ডরে ধনি,   চম্পক তরুতলে,

লোচনে জল ভরিপুর ।

শ্যাম চিকুর হেরি   মুকুর করে পট কল,

টুটি ভই গেল শত চূর" ।

শ্যাম-নাগর বল্‌ছেন দূতি! দর্পণে কেশ হেরে দর্পণখানা ভেঙ্গে দিয়েছে, কিন্তু সে কেশ কি করেছে ?

দূতী বল্‌ছেন :—

(মুণ্ডন ক'রে দিয়েছে, কেশ মুণ্ডন ক'রে দিয়েছে, কালোবরণ হেরবে না তাই কেশ মুণ্ডন ক'রে দিয়েছে।)

টুটি ভই গেল শত চুর ॥

শ্যাম-নাগর বল্‌ছেন—দূতি! তবে কি রাধারাণীর মান ভাঙ্গবে না ? যদি কোন উপায় থাকে, তা হ'লে আমায় বল। তখন :—

১১। দূতী বলে শুন রসিক মুরারি,
সিন্ধুসম মান ধনীর ভাঙ্গিতে না পারি।

(যাবার নয়—যাবার নয়, মানিনীর মান যাবার নয়—যাবার নয়, আজি দুর্জ্জয় মানে বসেছে হে, মানিনীর মান যাবার নয়—যাবার নয়।)

সিন্ধুসম মান ধনীর ভাঙ্গিতে না পারি ॥

পুনরায় দূতী বল্‌ছেন—ওহে শ্যাম-নাগর; একটা উপায় আছে।

"নারীবেশ ধরি যদি যেতে পার শ্যাম,
তবে সে ভাঙ্গিবে ধনীর দুর্জ্জয় মান"।

(এই তো উপায়, মান ভাঙ্গার এই তো উপায়, নারীবেশে তোমায় যেতে হবে, মান ভাঙ্গাবার এই তো উপায়।)

তবে সে ভাঙ্গিবে ধনীর দুর্জ্জয় মান ॥

তারপর দূতী বল্‌ছেন, ওহে শ্যাম নাগর! তুমি বিদেশিনী নারীর রূপ ধর, আর বীণাযন্ত্র হাতে ক'রে গান কর্‌তে কর্‌তে রাধার কুঞ্জের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হও। শ্যাম-নাগর দূতীকে বল্‌ছেন, বীণা কোথা পাওয়া যাবে ?

"তখন বৃন্দে বলে যোগমায়া করহ স্মরণ,
বীণা এনে দেবে তোমায় শুন নিবেদন"।

(স্বাহাকারী, কৃষ্ণলীলার স্বাহাকারী, পৌর্ণমাসী যোগমায়া কৃষ্ণলীলার স্বাহাকারী।)

বীণা এনে দেবে তোমায় শুন নিবেদন॥

দূতীর কথা শুনে শ্যাম-নাগর পৌর্ণমাসী যোগমায়াকে স্মরণ কর্‌লেন।

"পৌর্ণমাসী যোগমায়া অন্তরে জানিল,
অমনি নারদ ভবনে দেবী গমন করিল।
বিবরিয়া সব কথা নারদে কহিল,
অমনি নারদের বীণা এনে কৃষ্ণ করে দিল।
বীণা পেয়ে নাগর মনে করয়ে আশ্বাস,
বিদেশিনী বেশ করে গোবিন্দ দাস"।

শ্যাম-নাগর দূতীর কথা শুনে নারীবেশ ধারণ কর্‌লেন।

১২। নাগর বর সাজল নাগরী বেশা,
মুকুট উতারি সিঁথি বানায়াল
বেণী বিরিঞ্চিত কেশা।
চন্দন ধোই সিন্দুর ভালে,
রঞ্জই লোচনে অঞ্জন অঙ্কা,
কুণ্ডল খোলি কর্ণফুল পহিরল.
ভরি তনু কেশর পঙ্কা।
বেশরী খচিত স্বতেশ্বরি পহিরল চুড়ি
কনক-কর-কঞ্জে,

চরণ-কমল পাশে যাবক রঞ্জন
তাপর মঞ্জীর গঞ্জে।
কাঁচলিক মাঝে কদম্ব কুসুম ভরি,
আরস্তন কুচ আভা,
অরুণাম্বর বরসাটী পহিরল
বক্র বিলোকন শোভা।
পহিলহি বাম চরণ তুলি
মোহন স্ত্রী-গতি লক্ষণ জানি,
সহচরী সঙ্গে চলল বর নাগর
মিলব রাই অনুমানি।
রাইক মন্দির নিকটহি কান,
বিদেশিনীবেশে করে সুললিত গান।

(গান করে, কত ছাঁদে গান করে, রাধারাণীর মন ভুলাবার লাগি কত ছাঁদে গান করে।)

বিদেশিনীবেশে করে সুললিত গান॥
শুনইতে সুন্দরীর উলসিত হিয়া,
আঙ্গিনার বাহিরে আইলা চকিত হইয়া।

(রইতে নারে, ধনী আর যে রইতে নারে, গান শুনে কুঞ্জের বাহির হ'লো, ধনী আর যে কুঞ্জে রইতে নারে।)

আঙ্গিনার বাহিরে আইলা চকিত হইয়া॥
দেখে এক বিদেশিনী বীণাযন্ত্র হাতে,
করয়ে বীণার ধ্বনি দাঁড়াইয়া পথে।

(দাঁড়ায়ে আছে, কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়ায়ে আছে।)

করয়ে বীণার ধ্বনি দাঁড়াইয়া পথে ॥
তখন আদর করিয়া ধনি ডাকিতে লাগিলা,
ডাক শুনে বিদেশিনী নিকটে আইলা।

(নিকটে এলো, রাধারাণীর নিকটে এলো, যথায় মানিনী দাঁড়ায়ে আছে, বিদেশিনী সেইখানেতে এলো।)

ডাক শুনে বিদেশিনী নিকটে আইলা ॥
ধনি কহে আইস তুমি আমার মহলে,
শুনি শ্যাম পাছু পাছু যায় কুতূহলে।

(কত গরব ক'রে, যায় কত গরব ক'রে, রাধারাণীর পাছু পাছু যায়, কত গরব ক'রে।)

শুনি শ্যাম পাছু পাছু যায় কুতূহলে ॥
দুহুঁ জন মন্দিরে ভেল উপনীত,
বিদেশিনী দাঁড়াইলা হ'য়ে এক ভীত।

(দাঁড়ায়ে আছে, এক পাশে দাঁড়ায়ে আছে, বিদেশিনী ভীত হ'য়ে এক পাশে দাঁড়ায়ে আছে।)

বিদেশিনী দাঁড়াইলা হ'য়ে এক ভীত ॥
আইস আইস বলি রাই বাহু প্রসারিয়া,
আসনে বসাইতে যায় আদর করিয়া।

(কত সোহাগ ভরে, রাই ডাকে কত সোহাগ ভরে, বলে এস এস বোস বোস, রাই ডাকে কত সোহাগ ভরে।)

আসনে বসাইতে যায় আদর করিয়া ॥
বিদেশিনী কহে শুন নিবেদি চরণে,
বসিতে নিষেধ আছে অন্যের আসনে।

(আমার এই নিবেদন, শ্রীচরণে দাসীর এই নিবেদন, শুন আমার কথা শুন, শ্রীচরণে দাসীর এই নিবেদন।)

বসিতে নিষেধ আছে অন্যের আসনে ॥
ইহা শুনি এক সখী আসন আনি দিল,
বিদেশিনী রাইয়ের নিকটে বসিল।

(কাছাকাছি হ'য়ে, রাই ধনীর কাছাকাছি হ'য়ে, অন্য আসনে বইসে রাই ধনীর কাছাকাছি হ'য়ে।)

বিদেশিনী রাইয়ের নিকটে বসিল ॥
ডাহিনে ঘোমটা টানি বৈঠল কান,
এ দ্বিজ রাখাল দাস ইহ রস গান।

রাই ধনী তখন বিদেশিনীকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করছেন।

১৩। রাই কহে শুন শুন ওহে বিদেশিনি,
আপনার পরিচয় কহ দেখি শুনি।
কোথায় বসতি কর কিবা তোমার নাম,
এই বৃন্দাবনে আইলা কিবা মনস্কাম।
এ বয়সে হেন দশা কিসের কারণ,
স্বরূপ করিয়া কহ সব বিবরণ।
শুনিয়া রাইয়ের কথা কহে বিদেশিনী,
বসতি মথুরায় মুই রাজার নন্দিনী,
সুখময়ী নাম মোর মাতা রেখেছিল,
দুঃখের কপালে কিন্তু সুখ নাহি হইল।
মনের বিরাগে হাম দেশে দেশে ফিরি,
জাতি কুলশীল লাজ সব পরিহরি।

কি আর বলিব মোর দুঃখের কাহিনী,
তিল আধ শান্তি নাই দহিছে পরাণী।
এক সুপুরুষ সঙ্গে আমার পিরীতি,
তারে উপেখিয়া মোর এতেক দুর্গতি।
একদিন বঁধু মোরে সঙ্কেত করিল,
অন্য রমণী সনে রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতে আইল বঁধু রতিচিহ্ন অঙ্গে,
তাইতে বাড়িল মোর মানের তরঙ্গে।
কত না সাধিল বঁধু চরণে ধরিয়া,
মানভরে হাম নাহি চাহিনু ফিরিয়া।
সেই অনুরাগে হইল সে দেশান্তরি,
তাহার বিয়োগে হাম দেশে দেশে ফিরি।
রাই বলে সমান দশা হইল দুহুঁ জনে,
তোমাতে আমাতে সই, রাখাল দাস ভনে।

১৪। রাই কহে বাণী, শুন বিদেশিনি,
কর দেখি বীণা গান,
বিয়োগে জীবন, হতেছে দহন,
জুড়াক তাপিত প্রাণ।

(দূরে যাক্ হে, আমার বিরহ-জ্বালা দূরে যাক্ হে, তোমার বীণার গান শুনে আমার বিরহ-জ্বালা দূরে যাক্ হে!)

জুড়াক তাপিত প্রাণ॥
রাধিকার বাণী শুনি বিনোদিনী
কহে গদ গদ স্বরে,

কি গান শ্রবণ　　　করিবে এখন
অনুমতি কর মোরে ।

(গান শুনিবে, কোন্ নামে তুমি গান শুনিবে, আমায় প্রকাশ ক'রে বল, কোন্ নামে তুমি গান শুনিবে ?)

অনুমতি কর মোরে ॥

কিশোরী তখন　　　কহিছে বচন
কৃষ্ণ নাম নই যে গানে,
দশরথ সুত　　　গুণ অদ্ভুত
গাও সুমধুর তানে ।

(গান কর হে, রাম নামে গান কর হে, কৃষ্ণ নামে গান করো না, রাম নামে গান কর হে !)

গাও সুমধুর তানে ॥

বিদেশিনী বল্‌ছেন, শ্রীমতি ! তুমি রাম নাম গান কর্‌তে বল্‌ছ কেন ? শ্রীমতী বল্‌ছেন বিদেশিনী ! সেই শঠ লম্পটচূড়ামণির নামে গান ক'রো না, আমি তার নাম আর শুন্‌বো না। সে আমাকে অনেক দুঃখ দিয়ে গেছে, সেই জন্যই বল্‌ছি, রাম নামে গান কর, তাতে আমার প্রাণ জুড়াবে ।

তখন বলে বিদেশিনী,　　　কি বলিব ধনি,
রাম গুণ গাহিবারে,
রাম সে নিদয়,　　　হয় অতিশয়,
জগভরি জানে তারে ।

(কেবা আছে, তার মত নির্দ্দয় কেবা আছে, তুমি বুঝি তার গুণ জান না, তার মত নির্দ্দয় কেবা আছে ?)

জগভরি জানে তারে ॥

তার নিজ পত্নী সীতা, জনক- দুহিতা,

বিনা অপরাধে তায়,

গর্ভ পঞ্চ মাসে, দিল বনবাসে,

রামায়ণে ইহা গায়।

(প্রমাণ আছে, বেদ পুরাণে প্রমাণ আছে, তার যত গুণাগুণ সব বেদ পুরাণে প্রমাণ আছে।)

রামায়ণে ইহা গায় ॥

শ্রীমতী বল্‌ছেন, ও বিদেশিনি! তবে রামনামে গান ক'রো না, মহাদেবের কিম্বা কার্ত্তিকের নামে গান কর।

গাও ভোলানাথ গুণ, গান কর পুনঃ,

শুনিয়া জুড়াক প্রাণ,

পার্ব্বতী-নন্দন, যেই ষড়ানন,

তার নামে কর গান।

(শীতল হবে, আমার তাপিত অঙ্গ শীতল হবে, কৃষ্ণ-বিরহানলে পুড়িতেছি, আমার তাপিত অঙ্গ শীতল হবে।)

তার নামে কর গান॥

বিদেশিনী বল্‌ছেন, ও কিশোরি! তুমি তাতেই বা কি শান্তি পাবে কার্ত্তিক এবং মহাদেবের গুণ বোধ হয় জান না।

সেই দেব শূলপাণি, তার গুণ জানি,

গঙ্গা রাখে শিরোপরে.

দক্ষ দুহিতায়, সদাই কাঁদায়,

যায় কুচনীর ঘরে।

(কত দুঃখ দিয়ে, সতীকে কাঁদায় কত দুঃখ দিয়ে, সদা রাখে শিরোপরে, কাঁদায় কত দুঃখ দিয়ে।)

যায় কুচনীর ঘরে ॥

আর পার্ব্বতী-নন্দন, নারীর বেদন,

কেমনে জানিবে সে,

জনম অবধি, রমণীর বাদী,

বিবাহ না কৈল যে।

(কিসে জানিবে, নারীর বেদন কিসে জানিবে, সে যে হ'লো অবিবাহিত, নারীর বেদন কিসে জানিবে ?)

বিবাহ না কৈল যে ॥

অতএব শুন কৃষ্ণলীলা গুণ,

মধুর হইতে সুমধুর,

যে গান শ্রবণে জুড়াবে পরাণে,

সব দুঃখ হবে দূর।

(দুঃখ দূরে যাবে হে, তোমার সকল দুঃখ দূরে যাবে হে, কৃষ্ণনামে গান শুনিলে তোমার সকল দুঃখ দূরে যাবে হে !)

সব দুঃখ হবে দূর ॥

এতেক বলিয়া, বীণা করে লইয়া,

গায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,

শুনইতে ধনি, কাঁপয়ে তেমনি,

পরফুল্ল রোমাবলি।

(ধৈরয ধর্‌তে নারে, ধনী আর ধৈরয ধর্‌তে নারে, কৃষ্ণনামের গান শুনে ধনী আর ধৈরয ধর্‌তে নারে।)

পরফুল্ল রোমাবলি ॥

তখন কাঁদিতে কাঁদিতে ধনী আচম্বিতে,

পড়িল ধরণীতলে,

রসিক নাগর, হইয়া কাতর,

তুলিয়া লইল কোলে।

(নয়ন মেলি চাও হে, একবার নয়ন মেলি চাও হে, ওহে বৃন্দাবনেশ্বরি, একবার নয়ন মেলি চাও হে !)

তুলিয়া লইল কোলে ॥

পেয়ে পরশন, পাওয়ল চেতন,

বিদেশিনী পানে চায়,

বঙ্কিম নয়ন, দেখিয়া তখন,

চিনিলা সে শ্যামরায়।

(দূরে গেল হে, মানিনীর মান দূরে গেল হে !)

চিনিলা সে শ্যাম রায় ॥

দুহুঁ জন চিত, ভেল হরষিত,

সুখের সাগরে ভাসে,

মান দূরে গেল, আনন্দ বাড়িল

কহই রাখাল দাসে।

(সীমা যে নাই রে, আনন্দের আর সীমা যে নাই রে, রাধা-শ্যামে মিলন হ'লো, আনন্দের সীমা যে নাই রে।)

কহই রাখাল দাসে ॥

(ইতি বিদেশিনী বেশে মিলন সমাপ্ত)

---

১৫ । কি ছার দারুণ মানের লাগিয়ে,
বঁধুরে হারায়ে ছিলাম ;
শ্যামল সুন্দর, রূপ মনোহর,
পরশে পরাণ পেলাম ।

(বঁধু আর কার আছে, এমন বঁধু আর কার আছে, সখি গো, আমার বঁধুর মত এমন বঁধু আর কার আছে ?)

পরশে পরাণ পেলাম ॥
তোরা সখীগণ করাহ সিনান,
পঞ্চ গব্য দিয়ে শিরে ।
আমার বঁধুর, যত অমঙ্গল,
সকল যাউক দূরে ।

(সব দূরে যাক্ গো, অমঙ্গল সব দূরে যাক্ গো, আমার বঁধুর অমঙ্গল সব দূরে যাক্ গো !)

সকল যাউক দূরে ॥
শ্রীমধুমঙ্গলে, আনি কুতুহলে,
ভূঞ্জাহ ওদন দধি ।
হারাণ রতন, পুনহ মিলল,
সদয় হইল বিধি ।

(বিধি সদয় হ'লো, আমার ভাগ্যে বিধি সদয় হ'লো, হারাণ রতন ফিরে পেলাম, ভাগ্যে বিধি সদয় হ'লো ।)

সদয় হইল বিধি ॥
নিজ সুখ রসে, পাপিনী পরশে,
না জানি পিয়াক সুখ ।

কহে চণ্ডীদাস, এলাগি আমার,
মনেতে উঠয়ে দুখ ॥

(দুঃখ কারে বা বল্‌বো, মনের দুঃখ কারে বা বল্‌বো, মন জানে, গোবিন্দ জানে, মনের দুঃখ কারে বা বল্‌বো ।)

মনেতে উঠয়ে দুখ ॥

১৬। কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই,
ধবলী চরাই মুই ।
রাখালিয়া মতি, কি জানি পিরীতি,
প্রেমের পসরা তুই ।

(প্রেমের কিবা জানি, তোর প্রেমের কিবা জানি, আমি রাখাল বই তো নই, তোর প্রেমের কিবা জানি ।)

প্রেমের পসরা তুই ॥

গোঠে মাঠে ধাই, ধবলী চরাই,
প্রেম কি জানি কিশোরী,
প্রেম ধন মোরে, দিয়েছ কিশোরী,
তার শোধ দিতে নারি ।

(শোধা হ'লো না ধনি, ঋণ শোধা হ'লো না ধনি, কাল অঙ্গে তোমার প্রেমঋণ শোধা হ'লো না ধনি !)

তার শোধ দিতে নারি ॥

প্রেমের তুমি মহাজন, যে কর ভৎর্সন,
সুধাসম মোহে লাগে ।
মোর নাগরালি, বড়ালি কিশোরী, ।
পিরীতির সোহাগে ।

(সোহাগ বাড়ালি ধনি, প্রেমের সোহাগ বাড়ালি ধনি, তুই তো আমা র প্রেমের গুরু, প্রেমের সোহাগ বাড়ালি ধনি!)

পিরীতির সোহাগে ॥

প্রেম শুধিব শুধিব, মনেতে কইলাম,
বন্দী হইলাম ঋণে।
কান্ত কহে কানু, গৌরাঙ্গ হইলে,
খালাস পাইবে ঋণে।

(যে দিন গৌর হবে হে, নদেয় গিয়ে যে দিন গৌর হবে হে, সেই দিন ঋণে খালাস পাবে, নদের গিয়ে যে দিন গৌর হবে হে!)

খালাস পাইবে ঋণে ॥

মাথুর

গৌরচন্দ্র

নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
ডুবল ভকত সব শোকের সায়রে।

(তারাই ডুবেছে, গৌরগত প্রাণ যাদের তারাই ডুবেছে, তারা গৌর ভিন্ন আন জানে না, তারাই ডুবেছে।)

শোকের সায়ারে ॥
কাঁন্দিছেন অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাস গদাধর।

(অদ্বৈত কাঁদে রে, গৌর কোথা গেলে ব'লে অদ্বৈত কাঁদে রে, ওহে শচীরাণীর প্রাণ ধন গৌর কোথা গেলে, ব'লে অদ্বৈত কাঁদে রে।)

শ্রীবাস গদাধর ॥
বাসুদেব দত্ত কাঁন্দে মুরারি বক্রেশ্বর।

(বলে, কোথায় বা গেলে হে, ওহে নদীয়ার চাঁদ গৌর, কোথায় বা গেলে হে, এই ন'দে আঁধার ক'রে নদীয়ার চাঁদ গৌর. কোথায় বা গেলে হে!)

মুরারি বক্রেশ্বর ॥
কাঁন্দিছেন হরিদাস দুই আঁখি মুদিয়া।

(অমনি ভেসে যে গেল রে, নয়নধারায় ধরা ভেসে যে গেল রে, নয়নধারার বিরাম নাই, নয়নধারায় ধরা ভেসে যে গেল রে!)

দু' আঁখি মুদিয়া ॥
কাঁদে নিত্যানন্দ শচীর মুখ নিরখিয়া।

(আর কি দেখ্‌তে পাবো না, আমাদের নদীয়ার চাঁদ গৌর আর কি দেখ্‌তে পাবো না. শচী মাতার নয়নতারা আর কি দেখ্‌তে পাবো না ?)

মুখ নিরখিয়া ॥

কেহ কেহ ললাটে মারয়ে করাঘাত।

(দশা কিবা হবে হে, এই কলির জীবের দশা কিবা হবে হে, যদি গৌরাঙ্গ গেল, তবে কলির জীবের দশা কিবা হবে হে।)

মারয়ে করাঘাত ॥

কেহ বলে কোথা গেল বিশ্বম্ভর প্রাণনাথ।

সুখময় কীর্ত্তন করিত নদীয়ায়।

(আর কেবা শুনাবে, সুধামাখা হরিনাম কেবা শুনাবে, এই ন'দে ছেড়ে গৌর গেল, হরিনাম কেবা শুনাবে।)

সুখময় কীর্ত্তন করিত নদীয়ায় ॥

শুনি বাসুদেব ঘোষের হিয়া ফাটি যায় ॥

প্রবাস

১। ললিতার কথা শুনি, হাসি হাসি বিনোদিনী,

কহিতে লাগিল ধনিরায়।

(কহিতে লাগিল, কি কথা শুনালি, বলি ও ললিতা, কি কথা শুনালি ?)

কহিতে লাগিল ধনিরায় ॥

আমারে ছাড়িয়া শ্যাম, মধুপুরে যাইবেন,

এ কথা তো কভু শুনি নাই।

(এ কথা তো কভু—আমায় অনাথিনী ক'রে, এ কথা তো কভু—প্রাণবঁধু ছেড়ে যাবে অনাথিনী ক'রে।)

এ কথা তো কভু শুনি নাই ॥

হিয়ার মাঝারে মোর, এ ঘর মন্দিরে গো,

রতন-পালঙ্ক বিছা আছে,

(রতন পালঙ্ক—এ সব তাঁহারি লাগি. রতন পালঙ্ক এ সব তাঁহারি—কত সাধে শয্যা বিছায়েছি, এ সব তাঁহারি লাগি।)

রতন-পালঙ্ক বিছা আছে ॥

অনুরাগের তুলিকায়, বিছান হয়েছে তায়,

শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে।

(শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে—এতো যাবার নয়—যাবার নয়, শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে, এতো যাবার নয় দেহ শূন্য ক'রে এতো যাবার নয়—যাবার নয়।)

শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে ॥

তোমরা যে বল শ্যাম, মধুপুরে যাইবেন,

কোন পথে বঁধু পলাইবে।

(কোন্ পথে বঁধু—এ কি কথার কথা, অনাথিনী ক'রে ছেড়ে যাওয়া, এ কি কথার কথা।)

কোন্ পথে বঁধু পলাইবে ॥

এ বুক চিরিয়া যবে, বাহির করিয়া দিব,

তবে শ্যাম মধুপুরে যাবে।

(তবে শ্যাম মধুপুরে—তা তো দেবো না—দেবো না, তবে শ্যাম মধুপুরে—তা তো দেবো না—দাসীর জীবন থাকতে তা তো দেবো না—দেবো না।)

তবে শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥

শুনিয়া রাইয়ের কথা, ললিতা চম্পক লতা.

মনে মনে ভাবিল বিস্ময় ।

(মনে মনে ভাবিল—আমরা ব'সে ব'সে দেখ্‌বো আমরা সেবার দাসী বই তো নই, ব'সে ব'সে দেখ্‌বো ।)

মনে মনে ভাবিল বিস্ময় ॥

চণ্ডীদাসের মনে, হরষ হইল গো,

ঘুচে গেল মাথুরের ভয় ।

(ঘুচে গেল মাথুর—পুলক ধরে না—ধরে না, রাই ধনির মুখের কথা শুনে পুলক ধরে না, ধরে না ।)

ঘুচে গেল মাথুরের ভয় ॥

দূর প্রবাস

২। সখিরে, মাথুরামণ্ডলে পিয়া ।

আসি আসি বলি পূন না আসিল

কুলিশ পাষাণ হিয়া ॥

(দয়া নাই হে, তার হৃদয়ে দয়া নাই হে, শঠ, লম্পটচূড়ামণি, তার হৃদয়ে দয়া নাই হে !)

কুলিশ পাষাণ হিয়া ॥

অসিবার আশে, লিখিনু দিবসে,

খোয়ানু নখের ছন্দ ।

উঠিতে বসিতে, পথ নিরখিতে,

দু' আঁখি হইল অন্ধ ॥

(ভাবনা ভেবে ভেবে, প্রাণবঁধুর ভাবনা ভেবে ভেবে, অস্থি-চর্ম্ম সার হ'লো প্রাণবঁধুর ভাবনা ভেবে ভেবে।)

দু' আঁখি হইল অন্ধ ॥

এ ব্রজমণ্ডলে, কেহ কিনা বলে,
আসিবে কি নন্দলাল।
মিছা পরিহার, তেজিয়া বিহার,
রহিব কতক কাল ॥

(আর ক'দিন বা রাখি, আশার আশে প্রাণ ক'দিন বা রাখি, আশা-পথ চেয়ে চেয়ে তার আসার আশে প্রাণ ক'দিন বা রাখি !)

রহিব কতক কাল ॥

চণ্ডীদাস কহে, মিছা আসা আশে,
থাকিবে কতেক দিন।
যা থাকে কপালে, করি এই কালে,
মিটাব আখর তিন।

(জলাঞ্জলি যে দেবো, পিরীতে জলাঞ্জলি যে দেবো, এ ছার প্রাণ আর রাখ্‌বো না গো, পিরীতে জলাঞ্জলি যে দেবো।)

মিটাব আখর তিন ॥

৩। সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল।

(কেন এমন বা হ'লো, বল সখি, কেন এমন বা হ'লো, অমৃতে বিষ উপজিল, বল সখি, কেন এমন বা হ'লো ?)

সকলি গরল ভেল ॥

সখিরে ! কি মোর করমে লেখি।

শীতল বলিয়া, ও চাঁদ সেবিনু,

ভানুর কিরণ দেখি।

(হ'লো উল্‌টা গতি, আজ হ'লো উল্‌টা গতি, চাঁদ সেবিতে ভানুর উদয়—হ'লো উলটা গতি।)

ভানুর কিরণ দেখি ॥

উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু;

পড়িনু অগাধ জলে।

লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল,

মাণিক হারানু হেলে।

(একি হ'লো, আজ আমার একি হ'লো, প্রাণগোবিন্দ বিনে সখি, আজ আমার একি হলো ?)

মাণিক হারানু হেলে ॥

কত আশা ক'রে, সাগর সেচিলাম,

মাণিক পাবার আশে।

সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,

অভাগিনীর করম দোষে।

(সকলি করমে করে, সখি, সকলি করমে করে, আমি আর কার দোষ দেবো, সকলি করমে করে।)

অভাগিনীর করম দোষে ॥

পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,

বজর পড়িয়া গেল।

কহে চণ্ডীদাস কানুর পিরীতি,

মরণ অধিক ভেল।

(প্রাণে বাঁচ্‌লাম না গো, আর প্রাণে বাঁচ্‌লাম না গো, প্রাণগোবিন্দ বিনে সখি, আর প্রাণে বাঁচ্‌লাম না গো !)

মরণ অধিক ভেল ॥

৪। হরি কি মথুরা পুরী গেল।

(আর কি আস্‌বে না হে, ব্রজের কৃষ্ণ আর কি ব্রজে আস্‌বে না হে, কৃষ্ণ বিনে গোকুল আঁধার হ'লো, আর কি আস্‌বে না হে !)

হরি কি মথুরা পুরী গেল ॥

রোদতি পিঞ্জর শোকে।

(তারা কাঁদে, ব্রজের পশু পাখী তারা কাঁদে, কৃষ্ণ কোথায় গেল ব'লে তারা কাঁদে।)

রোদতি পিঞ্জর শোকে ॥

ধেনু ধাওই মাথুর মুখে।

(তারা আর তৃণ খায় না, তাদের তৃণ মুখে আছে, আর তৃণ খায় না।)

ধেনু ধাওই মাথুর মুখে ॥

আমি সাগরে ত্যজিব পরাণ।

(প্রাণ আর রাখ্‌বো না গো, ছার প্রাণে আর কি কাজ আছে, প্রাণ আর রাখ্‌বো না গো, আমার বঁধু ফিরে নাহি এলে, প্রাণ আর রাখ্‌বো না গো।)

সাগরে ত্যজিব পরাণ ॥

আমি আন জনমে হব কান।

(নারী হবো না গো, এবার ম'লে পুরুষ হবো, আর নারী হবো না গো !)

আন জনমে হব কান ॥

কানু যব হোয়ব রাধা ।

(সেই দিনে জানাবো, এই নারীজাতির কত জ্বালা, সেই দিনে জানাবো ।)

কানু যব হোয়ব রাধা ॥

তবে দূরে যাবে মনোসিজ বাধা ।

(সব দূরে যাবে হে, আমার মনের দুঃখ সব দূরে যাবে হে !)

দূরে যাবে মনোসিজ বাধা ॥

ইহ যদি করব ধাতা দ্বিজ চণ্ডীদাসের গুণকথা ।

(সে দিন আমার কবে হবে, আর কি বঁধু ফিরে পাবো, সে দিন আমার কবে হবে ?)

দ্বিজ চণ্ডীদাসের গুণকথা ॥

---

৫ । হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা,

বিপথে পড়ল থৈছে মালতীর মালা ।

(তেমন প'ড়ে আছি, কেউ তো আদর করে না গো, আমি তেমন প'ড়ে আছি, চরণে লাগিয়া যায় গো, আমি তেমন প'ড়ে আছি ।)

বিপথে পড়ল থৈছে মালতীর মালা ॥

কি কহসি, কি পুছসি, শুন প্রাণ সজনি,

কৈছনে বঞ্চব ইহ দিবস রজনী ।

(সখি, উপায় বল্ গো, জান যদি উপায় বল্ গো, তোরা আমার প্রাণের সখী, উপায় বল্ গো !)

কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী ॥

নয়ানক নিন্দ গেও বয়ানক হাস,

(আমার নয়নে নিদ আসে না, আমি সারানিশি জেগে থাকি, নয়নে আর নিদ আসে না।)

নয়ানক নিদ গেও বয়ানক হাস ॥

সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ।

আমার চির সাথী, কেবল দুঃখ আমার চির সাথী, সুখ আমায় ছেড়ে গেছে, দুঃখ আমার সাথী।)

সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি,

সুজনক দুখ দিবস দুই চারি।

(আবার সকলি পাবে, সুজনের দুঃখ থাকে না গো, আবার সকলি পাবে !)

সুজনক দুখ দিবস দুই চাি র

৬। শীতল তুঁহু অঙ্গ হেরি সঙ্গসুখ লালসে,

কল কুল-ধরস্ গুণ নাশে।

(সকলি বিনাশ করে, আপন বল্‌তে কিছু রাখে না রে, সকলি বিনাশ করে।)

কল কুল-ধরমস গুণ নাশে ॥

সো যদি সখি ত্যজিল. কি কাজ ইহ জীবনে,

আনহ সখি গরল করি গ্রাসে। 'বিষ খেয়ে মরি'।

(দে—দে গরল এনে দে গো, প্রাণ রেখে আর কি হবে গো, দে—দে—গরল এনে দে গো !)

আনহ সখি গরল করি গ্রাস ॥

হামার এক বচন পুন শুনহ প্রিয় সহচরি,

মরিলে করবি ইহ কাজে। 'যেন মনে থাকে'।

(আমার কথা যেন মনে থাকে, আমি তো প্রাণ ত্যজিব গো, আমার কথা যেন মনে থাকে।)

মরিলে করবি ইহ কাজে ॥

নীরে নাহি ডারবি, অনলে নাহি দাহবি,

রাখবি দেহ ইহ বরজ কি মাঝে। 'ছাড়া ক'রো না গো'।

(ব্রজ ছাড়া ক'রো না গো, ব্রজনাথের প্রিয় দেহ ব্রজ ছাড়া ক'রো না গো।)

রাখবি দেহ বরজ কি মাঝে ॥

হামারি তুন বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বাঁন্ধবি,

শ্যামরূপী তরু তমাল ডালে। 'বেঁধে রেখ'।

(আমায় কালো ছাড়া ক'রো না গো, কৃষ্ণ কালো, তমাল কালো, কালো ছাড়া ক'রো না গো।)

শ্যামরূপী তরু তমাল ডালে ॥

ললাট হৃদি বাহুমূলে, শ্যাম নাম লেখবি,

তুলসীর দাম দেয়বি গলে। 'আমার মরণ কালে'।

(অঙ্গে শ্যামনাম লিখে দিও, শ্যামকুণ্ডের মৃত্তিকা এনে অঙ্গে শ্যাম-নাম লিখে দিও।)

তুলসীর দাম দেয়বি গলে ॥

ললিতা লেহ কঙ্কণ, বিশাখা লেহ অঙ্গুরী,

চিত্রা লেহ নির্ম্মল চুড়িতে। 'কাজ কি আছে' ?

(আমার ভুষণে আর কাজ কি সখি, শ্যামনামের ভুষণ ক'রে দে গো, ভুষণে আর কাজ কি সখি !)

চিত্রা লেহ নির্ম্মল চুড়িতে ॥

বিরহ-অনলে রাধে সততহি কাতর,

শুনি শেল বিদ্যাপতি চিতে । 'হিয়া ফেটে যায় রে, !

(হিয়া ফেটে যায় রে, শ্রীরাধিকার দশা দেখে বিদ্যাপতির হিয়া ফেটে যায় রে !)

শুনি শেল বিদ্যাপতি চিতে ॥

---

৭ । মুই যদি জানিতাম পিয়া যাবে গো ছাড়িয়া,

পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া ।

(ছেড়ে দিতাম না, আমি জান্‌লে ছেড়ে দিতাম না, তারে হিয়ার মাঝারে রাখ্‌তাম, জান্‌লে ছেড়ে দিতাম না, প্রহরী দিতাম, দু'টী নয়ন প্রহরী দিতাম, তারে হিয়ার মাঝারে রেখে নয়ন প্রহরী দিতাম ।)

পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া ॥

কোন্ নিদারুণ বিধি এত দুখ দিল,

এ ছার পরাণ কেন অবহুঁ রহিল ।

(কেন গেল না, আমার প্রাণ কেন গেল না, আমার প্রাণপিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ কেন গেল না—)

এ ছার পরাণ কেন অবহুঁ রহিল ॥

এইখানে করিত কেলী নাগর-রাজ,

কেবা নিল কি হইল কে সাধিল বাদ ।

(কে হ'রে নিল, আমার গুণনিধি—কে হরে নিল, আমি কার কি মন্দ করেছিলাম, আমার গুণনিধি কে হ'রে নিল ?)

কেবা নিল কি হইল কে সাধিল বাদ ॥

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার সে ভ্রমরা,

পিয়া বিনে মধু না খায় উড়ে বেড়ায় তারা।

(মধু খায় না, তারা আর মধু খায় না, ফুলে বসে না, মধু খায় না।) (ফুলে ফুলে কাঁদে, তারা ফুলে ফুলে কাঁদে, অলিগণ কৃষ্ণপ্রেমের কি গুণ জানে ? তারা ফুলে ফুলে কাঁদে।)

পিয়া বিনে মধু না খায় উড়ে বেড়ায় তারা ॥

সেই প্রিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী,

এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী।

(কি সুখে আছে, নিলাজ প্রাণ আমার কি সুখে আছে, প্রাণকৃষ্ণ হারাইয়ে প্রাণ আমার কি সুখে আছে ?)

এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী ॥

মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুঃখ,

নিশ্চয় মরিব পিয়ার না হেরে চাঁদমুখ।

(প্রাণ আর রাখ্‌বো না, এ ছার প্রাণ আর রাখ্‌বো না, আমার ছার প্রাণে আর কি কাজ আছে, এ ছার প্রাণ আর রাখ্‌বো না।) ঝাঁপ দিব, আমি শ্যামকুণ্ডে ঝাঁপ দিব, শ্যামনাম হৃদয়ে লিখে শ্যামকুণ্ডে ঝাঁপ দিব।)

নিশ্চয় মরিব পিয়ার না হেরে চাঁদমুখ ॥

চরণে ধরিয়া কাঁদে গোবিন্দ দাসীরা,

মুই অভাগিয়া কেন না গেলাম মরিয়া।

(কেন ম'লাম না. আমি কেন ম'লাম না, রাই ধনির দুঃখ দেখ্‌বার আগে আমি কেন ম'লাম না !)

মুই অভাগিয়া কেন না গেলাম মরিয়া ॥

———

শ্রীমতী রাধা বল্‌ছেন :—সখি! আমার প্রাণ-বঁধু মথুরা-যাত্রাকালে এক হাতে যমুনার জল নিয়ে আর এক হাত আমার মাথায় দিয়ে শপথ ক'রে বলেছিলেন যে, রাধে! তুমি কেঁদো না. আমি আজ মথুরায় যাই, কাল্ আস্‌বো। কিন্তু কই সখি, তিনি তো আর এলেন না।

৮। কাল্ ব'লে কালা, গেল মধুপুরে,
সে কালের কত বাকা।
যৌবন সায়রে, সরিতেছে ভাটা,
তাহারে কেমন রাখি।

(কেমনে রাখি, এ যৌবন আমি কেমনে রাখি, একবার গেলে আর আসে না, এ যৌবন আমি কেমনে রাখি ?)

তাহারে কেমনে রাখি ॥

নারীর যৌবন, জোয়ারের পানী,
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব,
যৌবন মিলান ভার।

(এক জোয়ারের, নারীর যৌবন এক জোয়ারের, ভাটা লাগ্‌লে আর উজায় না, নারীর যৌবন এক জোয়ারের।)

যৌবন মিলান ভার ॥

যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল,
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন, বিফলে গোঙানু,
বঁধু ফিরে নাহি এল।

(আর এল না, বঁধু আমার আর এল না, কাল্ আসব ব'লে গেল, বঁধু আমার আর এল না।)

বঁধু ফিরে নাহি এল ॥

যাও সহচরি, জানিয়া আসহ,

বঁধুয়া আসে না আসে।

নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি,

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।

(গিয়ে জেনে আসি, আমি গিয়ে জেনে আসি, শ্যাম আসে কি না আসে ফিরে—আমি গিয়ে জেনে আসি।)

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

———

৯। মুড়াবো মাথার কেশ, ঘুচাবো অঙ্গের বেশ,

পিয়া যদি নাহি মোর এল।

(কেন এল না, আমার পিয়া কেন এল না, আমায় কাল্ আস্‌বো ব'লে গেল, পিয়া কেন এল না? কাল্ কি হয় না, সেই কালার কাল্ কি হয় না, আজকাল ক'রে বহুকাল গেল সেই কালার কাল্ কি হয় না?)

পিয়া যদি নাহি মোর এল ॥

ইহ নব যৌবন, পরশ রতন বিনে,

কাচের সমান ভেল।

(বিফলে গেল, ইহ জনম আমার বিফলে গেল, আমার কৃষ্ণ-ভজন হ'লো না গো, ইহ জনম বিফলে গেল।)

কাচের সমান ভেল ॥

গেরুয়া বসন, বিভূতি ভূষণ,

শঙ্খের কুণ্ডল পরি।

(আমায় দে দে সাজায়ে দে গো, আমায় দে গো যোগিনীর বেশে সাজায়ে দে গো।)

গেরুয়া বসন, বিভূতি ভূষণ,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি ॥
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যথায় আছেন নিঠুর হরি ।

(যাবো সেই দেশেতে, আমি যাবো সেই দেশেতে—যে দেশে মোর পিয়া গেছে, আমি যাবো সেই দেশেতে।)

যথায় আছেন নিঠুর হরি ॥
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হ'য়ে।

(কোন্ ধনি ধ'রে রেখেছে গো, আমার বঁধুকে কোন্ ধনি ধ'রে রেখেছে গো!)

খুঁজিব যোগিনী হ'য়ে ॥
যেখানেতে পারো, শ্যাম গুণনিধি,
বাঁধিব বসন দিয়ে।

(ভয় কর্‌বো না গো, রাজা ব'লে ভয় কর্‌বো না গো, জানি জানি তার মন জানি, রাজা ব'লে ভয় কর্‌বো না গো!)

বাঁধিব বসন দিয়ে ॥
আপন বঁধুয়া, আনিব বাঁধিয়া,
কেবা রাখিবারে পারে।
যদি কেহ রাখে, ছাড়িব এ দেহ,
নারী বধ দিব তারে।

(বধের ভাগী করিব, নারী বধের ভাগী করিব, আমার বন্ধনে যে বাধা দিবে, তারে নারী বধের ভাগী করিব।)

নারী বধ দিব তারে ॥

আবার ভাবি মনে, বাঁধিব কেমনে,

সে হেন দুর্ল্লভ হাতে।

তারে বাঁধিয়ে পরাণ, ধরিব কেমনে,

সেই সে ভাবিছে চিতে।

(কেমন ক'রে বাঁধিব, বল্ সখি, কেমন ক'রে বাঁধিব, ও সে দেবতার দুর্ল্লভ হাতে বল্ সখি, কেমন ক'রে বাঁধিব ?)

সেই সে ভাবিছে চিতে ॥

জ্ঞানদাসের, বিনয় বচন,

শুন বিনোদিনী রাধা।

মথুরা নগরে, যেতে মানা করি,

বিষম কুলের বাধা।

(কেমন ক'রে বা যাবি, বল্ ধনি, কেমন করে বা যাবি. কুলের কামিনী হ'য়ে বল্ ধনি, কেমন ক'রে বা যাবি ?)

বিষম কুলের বাধা ॥

———

১০। অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা।

(মলয়ার বাতাস ভাল 'লাগে না গো, কৃষ্ণের বিরহেতে প্রাণ জ্ব'লে যায়, মলয়ার বাতাস ভাল লাগে না গো !)

মন্দ মন্দ বহনা ॥

হরি বৈমুখী হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা।

(প্রাণ আর বাঁচে না গো, আমার প্রাণ আর বাঁচে না গো, আমি ম'লাম কৃষ্ণের বিরহেতে, প্রাণ আর বাঁচে না গো !)

মদনানলে দহনা॥

কোকিলাগণ কুহু-কুহুস্বরে, ঝঙ্কারে অলি কুসুমে।

(গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ স্বরে, ঝঙ্কারে গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ স্বরে, এক ফুলে যুগল হ'য়ে ঝঙ্কারে গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ স্বরে।)

ঝঙ্কারে অলি কুসুমে॥

হরি লালসে তনু তেজব পাওব আন জনমে।

(আন জনমে পাবো, এবার ম'লে আন জনমে পাবো, এ জনমে পেলাম না, আন জনমে পাবো।)

পাওব আন জনমে॥

সব সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠত গাওত হরিনামে,

(একবার নাম শুন গো, একবার কৃষ্ণনাম শুন গো, কৃষ্ণনামের সহিত প্রাণ যাক্, কৃষ্ণনাম শুনা গো !)

গাওত হরিনামে।

যৈখনে শুনি তৈখনে উঠি নব রাগিণী গানে।

(কথা কইতে কইতে, কৃষ্ণ-কথা কইতে কইতে, কৃষ্ণ অনুরাগিনী ধনি, কৃষ্ণ কথা কইতে কইতে।)

নব রাগিণী গানে॥

ললিতা কোলে করি বৈঠল বিশাখা ধরে অঁটিয়া।

(কি হ'লো—কি হ'লো ব'লে, রাধার কি হ'লো কি হ'লো ব'লে, এই যে কথা কইতেছিল, কি হ'লো—কি হ'লো ব'লে।)

বিশাখা ধরে আঁটিয়া।

শশিশেখর কহত ধনি যায়ত জীউ ফাটিয়া ॥

(দশা দেখে, রাধার দশা দেখে, মুখ দেখে বুক ফেটে যায়, রাধার দশা দেখে।)

যায়ত জীউ ফাটিয়া ॥

১১। নন্দকুল-চন্দ্রমা।

(চাঁদ কোন্ আকাশে উদয় হ'লো গো, শূন্য করি হৃদয়-আকাশ শূন্য করি, গোপীর হৃদয়-আকাশ শূন্য করি, ও সেই গোকুলের চাঁদ কোন্ আকাশে উদয় হ'লো গো !)

নন্দকুল-চন্দ্রমা ॥

ক-মন্দ মুরলী—

বাঁশী কোথা বাজে আর কেবা শোনে, সে দেশে কি রাধা আছে গো, কোথা বাজে আর কেবা শোনে—)

মন্দ মুরলী—

(এখন কার নাম ধ'রে বাজে, রাধা ব'লে কি বাজে না গো ? কার নাম ধ'রে বাজে ?)

মন্দ মুরলী—

(বাঁশী আর কি শুন্‌তে পাবো না গো, সেই রাধা নামের সাধা বাঁশী আর কি শুনতে পাবো না গো !)

মন্দ মুরলী—

(নবাম্বুজ গর্জ্জন জিনি, যার আকর্ষণে গোপী চাতকিনী, নবাম্বুজ গর্জ্জন জিনি—)

মন্দ মুরলী রব কোন সুরেন্দ্র নীল দ্যুতি ॥

ক-রাস রস তাণ্ডবি—

(ব্রজে রাসলীলা কি হবে না গো, সকল আছে, এই ব্রজে সকল আছে, সেই রাসমণ্ডল আছে, সেই অষ্ট সখী আছে, সেই শ্রীযমুনা আছে, আমায় অনাথিনী ক'রে রাসবিহারী কোথায় গেল গা !)

রাস রস তাণ্ডবি—জীবনরক্ষা মহৌষধি গো—
রাস রস তাণ্ডবি ॥
ক-নিধির্ম্মম সুহৃদ তম, তব হন্তা হা ধিক্ বিধি ।

(কেন দিয়ে নিধি হ'রে নিলি, আমি তোর কি মন্দ করেছিলাম, দিয়ে নিধি হ'রে নিলি ? কেন দত্তাপহারী হ'লি, আমার হিয়ার মাণিক হ'রে নিলি, দত্তাপহারি হ'লি !)

নিধির্ম্মম সুহৃদ তম তব হন্তা হা ধিক্ বিধি ॥

১২। মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব,
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ।

(কারে দিয়ে যাব, আমি কারে দিয়ে যাব, কে কৃষ্ণ সেবা জানে আমি কারে দিয়ে যাব ?)

কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ॥
আমার মরণ কালে তোমরা কাছে থেকো,
কৃষ্ণ নাম দুটি অক্ষর আমার অঙ্গে লিখ ।

(নাম লিখে দিও, অঙ্গে সারি সারি নাম লিখে দিও, শ্যামকুণ্ডের মৃত্তিকা ল'য়ে সারি সারি নাম লিখে দিও ।)

কৃষ্ণ নাম দুটি অক্ষর আমার অঙ্গে লিখ ॥
ওগো ললিতা সখি, মন্ত্র দে মোর কানে,
মরণ সময়ে যেন কৃষ্ণ পড়ে মনে ।

(যেন মনে হয়, প্রাণ যাবার সময় যেন মনে হয়, তার হাসিয়া বাঁশীয়া বদন—যাবার সময় যেন মনে হয় !)

মরণ সময়ে যেন কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥
না পোড়াও বাধা অঙ্গ না ভাসাও জলে,

(যেন পোড়ায়ো না গো, রাধা অঙ্গ যেন পোড়ায়ো না গো, এ যে কৃষ্ণ বিলাসের দেহ—যেন পোড়ায়ো না গো, যেন ভাসায়ো না গো, রাধা অঙ্গ যেন ভাসায়ো না গো, আমি দিবানিশি নয়নজলে ভাসি, যেন ভাসায়ো না গো ।)

না পোড়াও রাধা অঙ্গ না ভাসাও জলে ॥
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরি ডালে ।

(ছাড়া ক'রো না, আমায় কালো ছাড়া ক'রো না, আমার কালো অনুগত দেহ কালো ছাড়া ক'রো না ।)

মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরি ডালে ॥
সেই সে তমাল বৃক্ষ কৃষ্ণ বর্ণ হয়,
তাহাতে আমার চিত বিচলিত নয় ।

(বড় ভালবাসি, আমি কালো বড় ভালবাসি, আমি শিশুকাল হ'তে চিরকাল কালো বড় ভালবাসি ।)

তাহাতে আমার চিত বিচলিত ময় ॥
যদি কোন কালে কৃষ্ণ আসেন বৃন্দাবনে,
প্রাণ দান পাবো আমি শ্যাম দরশনে ।

(আমি প্রাণ পাবো, মৃতদেহে প্রাণ পাবো, মৃতসঞ্জিবনী পরশনে মৃতদেহে প্রাণ পাবো ।)

প্রাণ দান পাবো আমি শ্যাম দরশনে ॥
তমালে রাখিলে তুলে পিয়া পরশিলে,
গোবিন্দ দাসের দুখ তবে দূরে যাবে।

(দুঃখ দূরে যাবে, মনের দুঃখ দূরে যাবে, শ্রীগোবিন্দের আগমনে মনের দুঃখ দূরে যাবে।)

গোবিন্দ দাসের দুখ তবে দূরে যাবে ॥

১৩। বল নারে সখি, কহ নারে সখি,
হামারি পিয়া কোন দেশ।

(কোন্ দেশে বা গেল গো, আমায় অনাথিনী ক'রে কোন্ দেশে বা গেল গো।)

হামারি পিয়া কোন দেশ ॥
মদন শরবাণে এ তনু জর জর, কুশল শুনিতে সন্দেশ।

(কেউ আর বলে না—বলে না, আমার পিয়ার কুশল কথা কেউ বলে না—বলে না।)

কুশল শুনিতে সন্দেশ ॥
শঙ্খ করহ চূড় বেশ করহ দূর,

(আমার বেশ ভূষণে কাজ কি আছে, আমার দেহের ভূষণ ছেড়ে গেছে।)

শঙ্খ করহ চুড় বেশ করহ দূর ॥
তোরহি গজমতি হার।

(হার ফেলে দে, তোরা দে দে হার ফেলে দে, তোরা দে গো, যমুনার জলে দে দে হার ফেলে দে।)

তোরহি গজমতি হার॥

সিথাক সিন্দুর মুছই কর দূর,

(পতি মঙ্গলে আর কি কাজ আছে।)

সিথাক সিন্দুর মুছই কর দূর॥

পিয়া বিনে সব আঁধিয়ার।

(সব আঁধিয়া দেখি, পিয়া বিনা সব আঁধিয়া দেখি, যে দেখি ফিরাই আঁখি, পিয়া বিনা সব আঁধিয়া দেখি।)

পিয়া বিনে সব আঁধিয়ার॥

হামারি নাগর, কোথায় বিভোর,

কেমনে নাগরী মেল।

(বুঝি পেয়েছ, স্বরূপসী বুঝি পেয়েছ, তা নইলে নাগর ভুলবে কেন, স্বরূপসী বুঝি পেয়েছে।)

কেমনে নাগরী মেল॥

পাইয়া নাগরী নাগর সুখী ভেল,

হামারি বুকে দিই শেল।

(শেল হেনেছে, আমার বুকে দারুণ শেল হেনেছে, তার ধর্ম্মে সবে না গো, আমার বুকে দারুণ শেল হেনেছে।)

হামারি বুকে দিই শেল॥

শুন ওগো সজনি, দিবস রজনী,

ছিলাম পিয়ার পিরীতে বিভোর।

(মাথামাথি হ'য়ে, আমি ছিলাম মাথামাথি হ'য়ে, সে নগরের রূপেই প্রেমে ছিলাম মাথামাথি হ'য়ে।)

ছিলাম পিরীতে বিভোর ॥
দুখের সাগরে ভাসাইয়ে গেছে মোরে,
কবি বিদ্যাপতি বিভোর।

(ভাসায়ে গেছে, সে আমায় ভাসায়ে গেছে, দুঃখ-সাগরের মাঝে সে আমায় ভাসায়ে গেছে।)

কবি বিদ্যাপতি বিভোর ॥

১৪। সখিরে, বরষা বহিয়া গেল, বসন্ত আওল
ফুটল মাধবী লতা,
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে
গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা।
আমার মাথার কেশ, সুচারু অঙ্গের বেশ,
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন, পরশ রতন ধন,
কাচের সমান ভেল ॥

(বিফলে গেল, জনম আমার বিফলে গেল, কৃষ্ণ ভজন হ'লো না গো, জনম আমার বিফলে গেল।)

কাচের সমান ভেল ॥
কোন্ সে নগরে নাগর রহল,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন্ গুণবতী, গুণেতে বেঁধেছে
লুব্‌ধ ভ্রমর মোর ॥

(বেঁধেছে হে, কোন্ গুণবতী গুণে বেঁধেছে হে, আমার পিয়ার মনকে কোন্ গুণবতী বেঁধেছে হে।)

লুব্ধ ভ্রমর মোর ॥

যাও সহচরি, মথুরা-মণ্ডলে,

বলিও আমার কথা।

পিয়া এই দেশে, আসে না আসে,

জানিয়া আইস হেথা ॥

(গিয়ে জেনে আয় গো, একবার গিয়ে জেনে আয় গো, পিয়া আসে কি না আসে ফিরে একবার গিয়ে জেনে আয় গো !)

জানিয়া আইস হেথা ॥

বিধুমুখী বোলে, সহচরী চলে,

নিদয় নিঠুর পাশ।

সহচরী সনে, ভণয়ে ভৎসয়ে,

কবি বড়ু গণ্ডীদাস ॥

বৃন্দে দূতীর মথুরা গমন

১৫। রাই ধৈর্য্যং বহু ধৈর্য্যং মম গচ্ছং মথুরাওয়ে।

(আমি চলিলাম গো, এই তো আমি চলিলাম গো, আমায় দে দে চরণ-ধূলা দে, আমি চলিলাম গো !)

মম গচ্ছং মথুরাওয়ে ॥

গিয়ে ঢুঁড়ব পুরী প্রতি প্রত্যক্ষে যাঁহা দরশন পাওয়ে।

(সেই রাধানাথে, আমাদের সেই রাধানাথে, আমাদের আমাদের আমাদের সেই রাধানাথে।)

যাঁহা দরশন পাওয়ে ॥

যায় অতি ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং গতি গমনা,

(যেন রথে চড়েছে, দূতী যেন মনোরথ চড়েছে, অনুরাগ সারথী ক'রে দূতী যেন মনোরথে চড়েছে।)

শীঘ্রং গতি গমনা ॥

অবিলম্বনে মথুরা পুরী প্রবেশ করিল ভ্রমণা।

(রাধানাথ ব'লে, দূতী যায় রাধানাথ ব'লে রাধানাথ কোথা আছ ব'লে দূতী যায় রাধানাথ ব'লে।)

প্রবেশ করিল ভ্রমণা ॥

এক রমণী অল্প বয়সে নিজ প্রয়োজন পুছে,

বলে নন্দসুত খ্যাত কাহার ভবনে আছে।

(আমায় ব'লে দাও গো, জান যদি আমায় ব'লে দাও না গো, নন্দের নন্দন কোথায় আছে আমায় ব'লে দাও গো!)

কাহার ভবনে আছে ॥

শুনি সো ধনি কহয়ে বাণী সো কাঁহে হিঁয়া আয়ব,

(সে তো ছাড়া নয়, তিল আধ ব্রজ ছাড়া নয়, সেই ব্রজের কৃষ্ণ ব্রজে আছে, তিল আধ ব্রজ ছাড়া নয়।)

সো কাঁহে হিঁয়া আয়ব ॥

বসুদেবকী সুত কৃষ্ণ খ্যাত কংস রিপু মাধব।

(হ'লো সেই তো রাজা, এই মথুরায় হ'লো সেই তো রাজা, আমরা নন্দের নন্দন চিনি না, হ'লো সেই তো রাজা।)

কংস রিপু মাধব ॥

সই সই, কই কই তাঁর দরশনে মম আসা।

(তারে দেখ্তে এলাম, নিতে আসি নাই—দেখ্তে এলাম, কৃষ্ণ তোদের হোক্ বা মোদের হোক্ নিতে আসি নাই, দেখ্তে এলাম।)

দরশনে মম আসা ॥

গোঁসাই গোকুলানন্দ কহে যাও যাও ঐ যে উচ্চ বাসা।

(যদি যেতে পার, নারী হ'য়ে যদি যেতে পার, রাজভবন ঐ দেখা যায়, নারী হ'য়ে যদি যেতে পার।)

ঐ যে উচ্চ বাসা॥

১৬। মধুপুর নাগরী, হাসি কহত ফিরি,

গোকুলে গোপ গোঁঙারী।

(বড় গোঁঙারিণী গো, গোকুলের গোপ জাতি বড় গোঁঙারিণী গো!)

গোকুলে গোপ গোঁয়ারী ॥

সপ্তম দ্বার পাব রাজা বৈঠত,

তাঁহা কাঁহা যাওব নারী।

(কেমন ক'রে বা যাবে গো, এমন কাঙ্গালিনীর বেশে কেমন ক'রে বা যাবে গো, দ্বারে দ্বারে দ্বারী আছে, কেমন ক'রে বা যাবে গো!)

তাঁহা কাঁহা যাওব নারী ॥

তখন দূতী কহত হাসি তুহ নাহি জানসি,

(তোরা জানিস্ না—জানিস্ না, ওগো তোদের রাজার গুণ তোরা জানিস্ না—জানিস্ না!)

দূতী কহত হাসি তুহ নাহি জানসি,

সোহি ভকতি ভগবান।

(সে যে ভক্তবৎসল নাম ধরে, তারে ভক্তে ডাক্‌লে রইতে নারে, ভক্তবৎসল নাম ধরে, হা গোবিন্দ ব'লে ভক্তে ডাক্‌লে রইতে নারে।)

সোহি ভকতি ভগবান ॥

রাইকো নাম শ্রবণে যব শুনব,

(শুন্‌লে এখনি আসিবে, রাধারাণীর নাম শুনলে শ্যাম এখনি আসিবে।)

রাইক নাম শ্রবণে যব শুনব

ছোড়ব রাজ-বিছান।

(তবে হয় না হয় দেখ গো, আমার কথায় বিশ্বাস হয় না হয় দেখ রো!)

ছোড়ব রাজ-বিছান।

ডাকে হা-হা নাগর গোপী-জীবনধন,

দূতী ডাকত উভরায়।

(একবার দেখা দাও—দেখা দাও, কোথায় আছ রাধাবল্লভ একবার দেখা দাও—দেখা দাও, অনেক দুঃখ সহি একবার দেখা দাও—দেখা দাও।)

দূতী ডাকত উভরায়॥

হৃদয়োক নাথ বাত শুনি কাতর,

তুরি তহি দূতী পাশে ধায়।

(আমায় তুমি ডাকলে রাধানাথ ব'লে আজ আমায় তুমি কি ডাকলে।)

তুরি তহি দূতী পাশে ধায় ॥

দূতিক বদন হেরি পুছত সো হরি,

কিয়া নাম কহত আমায়।

(তোমার নাম কি হে, তুমি কোথা হ'তে এলে তোমার নাম কি হে!)

কিয়া নাম কহত আমায় ॥

শুনি দূতী তৈখনে বাত না কহতহি,

গোবিন্দ দাস বলি যায়।

(আমায় চিন্‌বে কেন হে, দিন পেয়ে দিন ভুলে গেছ আমায় চিন্‌বে কেন হে !)

গোবিন্দ দাস বলি যায় ॥

১৭। শ্যাম শুক পাখী, সুন্দর নিরখি,

রাই ধরিল নয়ন কাঁদে।

তারে হৃদয়-পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে,

মনহি শিকলে বাঁধে।

(তারে বেঁধেছিল, মন-শিকলে বেঁধেছিল, হৃদয় পিঞ্জরমাঝে মন-শিকলে তারে বেঁধেছিল।)

মনহি শিকলে বাঁধে ॥

তারে প্রেম সুধানিধি দিয়ে।

তারে পুষি পালি, ধরাইল বুলি,

ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥

(কিছু বল্‌তো না গো, রাধা ভিন্ন কিছু বল্‌তো না গো, রাধা নামের সাধা পাখী রাধা ভিন্ন কিছু বল্‌তো না গো !)

ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥

এখন হ'য়ে অবিশ্বাসী, কাটিয়া আঁকুসী,

পলায়ে এসেছে মথুরাপুরে।

সন্ধান করিতে, পাইনু জানিতে,

কুবুজা রেখেছে ধ'রে।

(মনোচোরা পাখী, রাধার মনোচোরা পাখী, রাধার ভিন্ন আর কারো নয়, রাধার মনোচোরা পাখী।)

কুবুজা রেখেছে ধ'রে ॥
আপনারি ধন করিতে প্রার্থনা,
রাই পাঠাইল মোরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজে, তবতজ বিজে,
পেতে পারে কি না পারে।

(বিচার ক'রে দেখ হে, বিচারপতি বিচার ক'রে দেখ হে, পাখী রাই পাবে না কুব্জা পাবে, বিচারপতি বিচার ক'রে দেখ হে!)

পেতে পারে কিনা পারে ॥

১৮। নৃপতি সুখ বাঞ্ছা যদি, ব্রজে কি আশা মেটে না হে,

(তোমার রাজা হবার কি এত সাধ হে, তবে নন্দকে বল নাই কেন, রাজা হবার কি এত সাধ হে!)

গোপকুলে বসতি কেও নন্দ ঘোষ তায় বলে না হে ॥

(ওহে হেথা তোমার বেশী কি হে, তুমি সেথা ছিলে রাজার ছেলে, হেথা তোমার বেশী কি হে।)

গোপকুলে বসতি কেও নন্দ ঘোষ তায় বলে না হে॥
রাইকো ছাড়ি রহলি ভুলি তাও কি মনে পড়ে না হে ?

(সোনার মুখ কি মনে পড়ে না হে, সেই ষোলকলাপূর্ণ বিধু-বদন কি মনে পড়ে না হে ?)

রাইকো ছাড়ি রহিল ভুলি তাও কি মনে পড়ে না হে ॥
কিন্তু হরি চাহসি যদি কুব্জা সম মেলে না হে ॥

(আমরা বাঁকা নারী কোথা পাবো, আমাদের ব্রজের সবাই সরল, আমরা বাঁকা নারী কোথা পাবো ?)

কিন্তু হরি চাহসি যদি কুব্জা সম মেলে না হে ॥
আমাদের রাই রূপসী হ'তে কুব্জা বড় সুন্দরী,
বুকে পিঠে আছয়ে কুচগিরি।

(দেখে লাজে মরি. ওহে আমরা দেখে লাজে মরি, তোমার আঁখিতে কি লাজ নাই হে, আমরা দেখে লাজে মরি।)

বুকে পিঠে আছয়ে কুচগিরি ॥
কিবা জননী হেরি আওবি ফিরি অন্য সব বহু দূরে,
গোপিকা প্রতি না কহ কিছু কহয়ে শশিশেখরে।

(তোর মাকে দেখে ফিরে আস্‌বি, একবার ব্রজে চল বঁধু তোর মাকে দেখে ফিরে আস্‌বি, আমরা ধ'রে রাখ্‌বো না, তোর মাকে দেখে ফিরে আসবি।)

গোপিকা প্রতি না কহ কিছু কহয়ে শশিশেখর ॥

দূতী সংবাদ

১৯। প্রভাতে উঠিয়া, মাতা যশোমতি,
নবনী লইয়া করে।
কানাই কানাই, বলিয়া ডাকয়ে,
নিঝরে নয়ন ঝরে ॥

(বলে আয় রে কানাই, আয় আয় বাপ, আয়রে কানাই, তোরে না দেখিয়ে প্রাণে মরি, আয় আয় বাপ আয় রে কানাই !)

নিঝরে নয়ন ঝরে ॥
যবে মনে পড়ে, তুয়া মধুপুরে,
তখনি হরয়ে জ্ঞান।
ফুরল কুন্তলে, লোটায়ে ভূতলে,
ক্ষেণে রহে মূরছান ॥

(তোমায় হারাইয়ে, কানাই তোমায় হারাইয়ে, অচৈতন্তে ধূলায় প'ড়ে আছে, কানাই তোমায় হারাইয়ে।)

ক্ষেণে রহে মুরছান ॥
শ্রীদাম সুদাম, আসিয়া সে বলে,
শ্রবণে বদন দিয়া।
তুয়া নাম করি, উঠয়ে ফুকারি,
শুনি স্থির না বাঁধে হিয়া ॥

(ধৈরয ধর্‌তে নারে, আর ধৈরয ধর্‌তে নারে, কেবল গোপাল গোপাল ব'লে ডাকে, আর ধৈরয ধর্‌তে নারে।)

শুনি স্থির না বাঁধে হিয়া ॥
চেতন পাইয়া, সুবলে লইয়া,
যতেক বিলাপ করে।
সে কথা শুনিয়া, পশুজ মনুজ,
পরাণ নাহিক ধরে।

(স্থির মানে না, প্রাণ তো আর স্থির মানে না, কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে কাঁদে, প্রাণ তো আর স্থির মানে না।)

পরাণ নাহিক ধরে ॥

তিল আধ তোরে, না দেখিলে মোরে,

বনেতে পাঠায়ে যেহ।

এ পুরুষোত্তম, কহয়ে সে জন,

কেমনে ধরিবে দেহ।

(কি সুখে রাখিবে, প্রাণ কি সুখে রাখিবে, তোমা ধনে হারাইয়ে বল প্রাণ কি সুখে রাখিবে ?)

কেমনে ধরিবে দেহ॥

২০। ঘোর বিয়োগে তমসী নীপ পাত শ্রীরাধা।

(ঘোর বিয়োগে দেখে এলাম, তোর বিয়োগে বিয়োগিনী, ঘোর বিয়োগে অন্ধকারে প'ড়ে আছে।)

ঘোর বিয়োগে তমসী নীপ পাত শ্রীরাধা ॥

বিধুর মলিন মূর্ত্তির ধিকং মমধি রূঢ় বাধা।

(বদন মলিন হয়েছে, বিধুবদন আজ মলিন হয়েছে, ষোলকলাপূর্ণ বিধুবদন আজ মলিন হয়েছে।)

বিধুর মলিন মূর্ত্তির ধিকং মমধি রূঢ় বাধা ॥

কোকিলা কুল কুর্ব্বতী কল উজ্জ্বল কলনাদং।

ডাকে যৈমিনী রীতি যৈমিনী রীতি জলপতি সবিসাদং।

(আমায় রক্ষা কর, ও যৈমিনী আমায় রক্ষা কর, দারুণ বজ্রাঘাতে প্রাণ যায়, ও যৈমিনী আমায় রক্ষা কর।)

জলপতি সবিসাদং ॥

নীল নলিন মাল্য মোহহ,

(মালা পরায়ে ছিলাম, নীল নলিনের মালা পরায়ে ছিলাম, বিরহ-তাপ দূরে যাবে ব'লে নীল নলিনের মালা পরায়ে ছিলাম।)

নীল নলিন মাল্য মোহহ ॥

বিক্ষ পুলক ভীতা, ডাকে গরুড় গরুড় স্তোভি

গরুড় রতী পরম ভীতা।

(আমায় রক্ষা কর, ওহে গরুড় আমায় রক্ষা কর, দারুণ ভুজঙ্গ দংশনে প্রাণ যায়, ওহে গরুড় আমায় রক্ষা কর।)

রতী পরম ভীতা॥

লম্বিত মৃগনাভি অগুরু কর্দ্দম মনু দিনা,

(চন্দন মাথায়ে ছিলাম, মৃগমদ চন্দন মাথায়ে ছিলাম, বিরহ তাপ দূরে যাবে ব'লে মৃগমদ চন্দন মাথায়ে ছিলাম।)

কর্দ্দম মনু দিঁনা।

ধ্যায় অতি সিতিকণ্ঠোমোপি সনাতন মমলিনা।

(আমায় রক্ষা কর, ওহে সিতিকণ্ঠ আমায় রক্ষা কর, দারুণ বিষের জ্বালায় প্রাণ যায়, ওহে সিতিকণ্ঠ আমায় রক্ষা কর।)

সনাতন মমলিনা ॥

মিলন

২১। বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে,

দেখা না হইত পরাণ গেলে।

(ছিল প্রাণ, দেখা হ'লো হে বঁধু, নইলে দেখা হ'তো না, দাসীর প্রাণ গেলেও দেখা হ'তো না।)

দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা ব'লে,
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে।

(তাই সহিল হে, কঠিন প্রাণ তাই সহিল হে, নইলে সহিত না, কঠিন নইলে সহিত না।)

ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল,
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল।

(ছিলে হে বঁধু, তুমি তো কুশলে ছিলে হে বঁধু, যাই হোক্, আমার ভাগ্যে যাই হোক্।)

মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল॥
এসব যন্ত্রণা কিছু না গণি,
তোমার কুশলে কুশল মানি।

(তুমি তো কুশলে ছিলে হে বঁধু, আমার ভাগ্যে যাই হোক্, তুমি তো কুশলে ছিলে হে বঁধু!)

তোমার কুশলে কুশল মানি॥
সব দুঃখ মোর গেল হে দুরে,
হারান রতন পেলাম হে কোলে।

(সদয় হ'লো, ভাগ্যে বিধি সদয় হ'লো, কোলে পেলাম, হারান রতন কোলে পেলাম।)

হারান রতন পেলাম হে কোলে॥
মলয় পবন বহুক মন্দ,
গগনে উদয় হউক চন্দ্র।

(উদয় হউক, গগনে চাঁদ উদয় হউক, উদয় হ'লো, শ্যামচাঁদ আসি উদয় হ'লো।)

গগনে উদয় হউক চন্দ্র ॥
কোকিলা আসিয়া করুক গান,
ভ্রমরা তাহাতে ধরুক তান।

(গান করুক্, কোকিল আপন মনে গান করুক্, শ্যামের বামে, আমি বসি শ্যামের বামে, তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে আমি বসি শ্যামের বামে।)

ভ্রমরা তাহাতে ধরুক তান ॥
বাশুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাস,
দুঃখ নিকশল সুখের বিলাস।

(সীমা নাই রে, আজ আনন্দের সীমা নাই রে, রাধা-শ্যামে মিলন হ'লো আজ আনন্দের সীমা নাই রে!)

দুঃখ নিকশল সুখের বিলাস ॥

২২। উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী করেছি সার।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী গলার হার।

(আন্ জানি না ধনি, তোমা ভিন্ন আন জানি না ধনি, আমার তুমি ভজন তুমি পূজন, তোমা ভিন্ন আন জানি না ধনি!)

কিশোরী গলার হার ॥
গৃহমাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।

শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা,
রাধাময় হ'লো আঁখি।
(আন্ হেরে না, তোমা ভিন্ন নয়ন আন্ হেরে না, আমার রাধা অনুরাগের নয়ন তোমা ভিন্ন আন্ হেরে না।)
রাধাময় হ'লো আঁখি ॥
স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
(স্নেহেতে রাধিকা—আমি রাধা বই আন্ জানি না ধনি, স্নেহেতে রাধিকা, আমার রাধা-মন্ত্র উপাসনা আমি রাধা বই আন্ জানি না ধনি !)
স্নেহেতে রাধিকা প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়ে, রাধাবল্লভ নাম,
পেয়েছি অনেক আশে ॥
(আমার মূলমন্ত্র, তুমি আমার মূলমন্ত্র, আমার রাধা-মন্ত্র উপাসনা, তুমি আমার মূলমন্ত্র।)
পেয়েছি অনেক আশে ॥
শ্যামের বচন, মাধুরী শুনিয়
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডীদাস কয়, দোঁহার পিরীতি,
পরাণে পরাণে বাঁধা ॥
(ছাড়া হবে না হে, তিল আধ ছাড়া হবে না হে রাধা কৃষ্ণ একই আত্মা, তিল আধ ছাড়া হবে না হে !)
পরাণে পরাণে বাঁধা ॥

২৩। বঁধু, কি আর বলিব আমি।

জীবনে মরণে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হইও তুমি॥

(ছাড়া 'ক'রো না বঁধু, আমায় চরণ ছাড়া ক'রো না বঁধু, তিলেক না দেখিলে প্রাণে মরি, আমায় চরণ ছাড়া ক'রো না বঁধু!)

প্রাণনাথ হইও তুমি॥

তোমার চরণে, আমার পরাণে
বাঁন্দিলাম্ প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া,
নিশ্চয় হইনু দাসী।

(আন্ জানি না বঁধু, তোমা ভিন্ন আন্ জানি না বঁধু, আমার তুমি ভজন তুমি পূজন, তোমা ভিন্ন আন জানি না বঁধু!)

নিশ্চয় হইনু দাসী॥

ভাবিয়া দেখিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥

(কেহ নাই হে বঁধু, আমার আর কেহ নাই হে বঁধু. তোমা ভিন্ন ত্রিজগতে আমার কেহ নাই হে বঁধু!)

দাঁড়াব কাহার কাছে॥

এ-কুলে ও-কুলে, দু-কুলে গোকুলে,
আপন বলিব কায়।

শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ও দু'টি কমল পায়।

(স্থান দাও হে, ও চরণে স্থান দাও হে, চরণে শরণ নিলাম, ও চরণে স্থান দাও হে !)

ও দু'টি কমল পায়॥

না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে.
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনু,
গতি যে নাহিক মোর।

(অগতির গতি, তুমি অগতির গতি, শুনিয়াছি বেদ পুরাণে তুমি অগতির গতি।)

গতি যে নাহিক মোর॥

আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

(হৃদয়ে রাখি, সতত হৃদয়ে রাখি, আমার মনের এই বাসনা সতত হৃদয়ে রাখি।)

গলায় গাঁথিয়া পরি॥

২৩। বঁধু, কি আর বলিব আমি।

জীবনে মরণে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হইও তুমি ॥

(ছাড়া ক'রো না বঁধু, আমায় চরণ ছাড়া ক'রো না বঁধু, তিলেক না দেখিলে প্রাণে মরি, আমায় চরণ ছাড়া ক'রো না বঁধু!)

প্রাণনাথ হইও তুমি ॥

তোমার চরণে, আমার পরাণে
বাঁন্দিলাম্ প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া,
নিশ্চয় হইনু দাসী।

(আন্ জানি না বঁধু, তোমা ভিন্ন আন্ জানি না বঁধু, আমার তুমি ভজন তুমি পূজন, তোমা ভিন্ন আন জানি না বঁধু!)

নিশ্চয় হইনু দাসী ॥

ভাবিয়া দেখিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥

(কেহ নাই হে বঁধু, আমার আর কেহ নাই হে বঁধু, তোমা ভিন্ন ত্রিজগতে আমার কেহ নাই হে বঁধু!)

দাঁড়াব কাহার কাছে ॥

এ-কুলে ও-কুলে, দু-কুলে গোকুলে,
আপন বলিব কায়।

শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ও দু'টি কমল পায়।

(স্থান দাও হে, ও চরণে স্থান দাও হে, চরণে শরণ নিলাম, ও চরণে স্থান দাও হে !)

ও দু'টি কমল পায়॥

না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে.
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনু,
গতি যে নাহিক মোর।

(অগতির গতি, তুমি অগতির গতি, শুনিয়াছি বেদ পুরাণে তুমি অগতির গতি।)

গতি যে নাহিক মোর॥

আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

(হৃদয়ে রাখি, সতত হৃদয়ে রাখি, আমার মনের এই বাসনা সতত হৃদয়ে রাখি।)

গলায় গাঁথিয়া পরি॥

নৌকা-বিলাস

গৌরচন্দ্র

কে যাবি, কে যাবি রে ভাই, ভবসিন্ধু পার

(আয় কে যাবি রে, আয়—আয় তোরা কে যাবি রে, ভবনদী পারে তোরা কে যাবি রে, ভবনদী পারে তোরা—আমার দয়াল চৈতন্য ডাকে, ভবনদী পারে তোরা কে যাবি রে ?)

ভবসিন্ধু পার ॥

ধন্য করি যুগে রে চৈতন্য-অবতার ।

(অবতার ধন্য, ধন্য কলির অবতার ধন্য, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-অবতার ধন্য কলি যুগকেও ধন্য, ধন্য কলি যুগকেও ধন্য, এমন হয় নাই আর হবার নয়, ধন্য কলি যুগকেও ধন্য।) আমি কেন বলি কলি যুগকেও ধন্য ? (এ যে গৌর আনা কলিরে, এই কলিতে গৌর এলো, এ যে গৌর আনা কলি রে !)

চৈতন্য-অবতার ॥

আমার এ চৈতন্যর ঘাটে আদান খেওয়া বায় ।

(পারের কড়ি যে লাগে না, তার পারের কড়ি যে লাগে না যে আসে পার হ'য়ে যায়, পারের করি যে লাগে না ।)

অদান খেওয়া বায় ॥

জড় অন্ধ আতুর অবধি পার হয় ।

(বাকী থাকে না—থাকে না, পারে যেতে বাকি থাকে না—থাকে না ভবপারে যেতে বাকি থাকে না—থাকে না !

জড় অন্ধ আতুর অবধি পার হয় ॥

হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী।

(তার ভাবনা কি হে, তার পারে যাবার আর ভাবনা কি হে, শ্রীগুরু যার কাণ্ডারী, তার পারে যাবার আর ভাবনা কি হে!)

শ্রীগুরু কাণ্ডারী ॥

সঙ্কীর্ত্তনের কেরুয়ায় দু বাহু পসারি।

(একবার বললেই হ'লো, হরিবোল হরিবোল বললেই হ'লো, পারে যেতে বাকি থাকে না, হরিবোল হরিবোল বল্‌লেই হ'লো!)

দু বাহু পসারি ॥

এখন সব জীব পার হইল প্রেমের বাতাসে।

(পার হ'য়ে যে গেল রে, একে একে পার হ'য়ে যে গেল রে' কেউ তো বাকি রইলো না—একে একে পার হ'য়ে যে গেল রে!)

প্রেমের বাতাসে ॥

লোচন পড়িয়া রইলো আপনাই দোষে।

(কার দোষ দিব, আমি আর কার দোষ দিব, সকলই আমার করমের দোষ, আমি আর কার দোষ দিব।)

লোচন পড়িয়া রইলো আপনার দেষে ॥

ব্রজলীলা পালা আরম্ভ

১। সখাগণ সঙ্গ, ছাড়ি যদুনন্দন চলতহি নাগর-রাজ।

(প্রকাশ কর্‌বে ব'লে, লীলা প্রকাশ কর্‌বে ব'লে, যমুনার মাঝারে লীলা প্রকাশ কর্‌বে ব'লে!)

চলতহি নাগর-রাজ ॥

ভাবিনা মনোরথে চলত বিপিন পথে

সাধিতে মনোরথ কাজ।

আরে কিবা সাধিতে মনোরথ।

(চলিল নাগর, যমুনার কিনারে চলিল নাগর, লীলা প্রকাশ কর্‌বে ব'লে যমুনার কিনারে চলিল নাগর।)

সাধিতে মনোরথ কাজ ॥

সুচতুর শিরোমণি কান।

আরে কিবা সুচতুর!

(কিছু শিখাতে হয় না, সুচতুরের শিরোমণি—কিছু শিখাতে হয় না, সুচতুরের শিরোমণি শ্যাম নাগর কানাই সুচতুরের শিরোমণি—কিছু শিখাতে হয় না।)

সুচতুরের শিরোমণি কান ॥

হেরি যমুনার জল, মনোমথ উথলল

পূরল মুরলী নিশান।

আরে কি পূরল মুরলী—

(রাধে দেখা দাও ব'লে, ওহে বৃন্দাবনেশ্বরি বৃষভানুনন্দিনি রাধে দেখা দাও ব'লে—)

পূরল মুরলী নিশান।

যমুনার তরঙ্গ দেখি চমৎকার,

মায়াতে সৃজল তরী নন্দের কুমার।

(তখন সেই তরণী ল'য়ে শ্যাম নাগর যমুনার মাঝে গিয়া উপনীত হ'লো। শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনে, শ্রীমতী সখীগণকে ল'য়ে—)

২। মাথায় পসরা করি, ধায় রাধা সুন্দরী,
গোপনাগরীগণ সঙ্গে ।
যমুনার ঘাটে যাইয়া যমুনার তরঙ্গ দেখিয়া
ধনি কাঁপয়ে আতঙ্গে ॥

শ্রীমতী যমুনার তরঙ্গ দেখে ভয় পেয়ে বড়াইকে বল্‌ছেন —

কাতরে কহয়ে রাই, শুন ওগো বড়ি মাই
হ'লো যমুনা প্রবল বেগবতী ।

(যমুনা আজ বেড়েছে গো, আর আমাদের বিকে যাওয়া হ'লো না, যমুনা আজ বেড়েছে গো !)

শ্রীমতীর কথা শুনে বড়িমা বল্‌ছেন—

তখন কহিছে বড়াই, করিয়া বড়াই,
দুটি বাহু নাডা দিয়ে,
কেন ভাব ধনি, আসিবে এখনি,
রসিক নাগর নেয়ে ।

(পার ক'রে দেবে, একে একে পার ক'রে দেবে, কাউকে বাকী রাখ্‌বে না গো একে একে পার ক'রে দেবে)

রসিক নাগর নেয়ে ॥
আসি ধীরে ধীরে পার করিবে সবারে
এই অতল ভবধি জলে ।

(সে যে ভাল জানে, পার করিতে ভাল জানে, তরঙ্গ ভেদ ক'রে ল'য়ে যাবে—পার করিতে ভাল জানে, গতি চেনে, সে যে নদীর গতি চেনে, জল চিরে খেয়া দেয় গো, সে যে নদীর গতি চেনে ।)

অতল ভবধি জলে ॥

বড়ি মায়ের কথা শুনে শ্রীমতী বল্‌ছেন—আচ্ছা বড়িমা! এই দুর্গম যমুনা যে পার ক'রে দেবে, সে নেয়ের গু ণই বা কেমন এবং তার রূপই বা কেমন ?

বড়িমা বল্‌ছেন—

নেয়ে অতি সে সুন্দরে, রূপ মনোহর,
দেখিলে রমণী ভুলে।

(কুল রাখ্‌তে পারে, কোন্ ধনি কুল রাখ্‌তে পারে, সেই নেয়ের রূপে নয়ন দিলে কোন্ ধনি কুল রাখ্‌তে পারে ?)

দেখিলে রমণী ভুলে ॥

এ কথা যখন বড়াই বল্‌ছেন—

হেন কালে আসি, শ্যাম কাল-শশী,
অমনি তরণী লইয়া ফিরে।
মধ্য যমুনা দিয়া শ্যামরায় যায় ধীরে ধীরে।

দু-কূল আলো ক'রে, যমুনার দু-কূল আলো ক'রে, আজ পূর্ণ চাঁদের উদয় হ'লো যমুনার দু কূল আলো ক'রে।)

যায় ধীরে ধারে ॥

তখন নেয়েকে দেখে শ্রীমতী বল্‌ছেন—

৩। ঐ ।ক ঘাটের নেয়ে ওগো বড়াই,
কোথা হ'তে আসি দিল দরশন,
এ হেন সুন্দর নেয়ে গো বড়াই—
এ হেন সুন্দর নেয়ে।

(উহার মাথায় কেন চূড়া বাঁধা, যদি ঘাটের নেয়ে হবে, তবে উহার মাথায় কেন চূড়া বাঁধা ?)

এ হেন সুন্দর নেয়ে ॥

দেখ রজত কাঞ্চনে না-খানি সাজত বাজত কিঙ্কিণী জল ।

আবার চড়িয়াছে তাতে শোভে রাঙ্গা হাতে

উহার মণি বাঁধা কেরুয়াল,

ওগো বড়াই, মণি বাঁধা কেরুয়াল ।

(কোথায় বা পেলে, এত রজত কাঞ্চন কোথায় বা পেলে, পার ঘাটের নেয়ে হ'য়ে এত রজত কাঞ্চন কোথায় বা পেলে ?)

মণি বাঁধা কেরুয়াল ।

শ্রীমতি বল্‌ছেন—বড়িমা ! ও কখনও ঘাটের নেয়ে নয়, আর যদি ও ঘাটের নেয়েই হয়, তা হ'লে ওর কোন গুপ্ত ব্যবসা আছে ।

(ডুবায়ে মারে, ঐ নেয়ে ডুবায়ে মারে,ধন কড়ি কেড়ে নিয়ে ডুবায়ে মারে, মধ্য যমুনায় গিয়ে ধন কড়ি কেড়ে নিয়ে ডুবায়ে মারে ।)

বড়িমা বল্‌ছেন শ্রীমতি ! তুমি যা বল্‌ছো তা নয়, উহার যে কেন এত ধন কড়ি তাই বল্‌ছি শুন ।

(হ'লো একচেটে ব্যবসা, ও বই আর নেয়ে নাই—একচেটে ব্যবসা এই চৌদ্দ ভুবনের মাঝে ও বই আর নেয়ে নাই, হ'লো একচেটে ব্যবসা ।)

মণি বাঁধা কেরুয়াল ॥

শ্রীমতী বল্‌লেন ও বড়িমা ! শুধু তাই নয়, আমি আর ও বিপরীত দেখ্‌ছি—

দেখ রতনের ফালি, শিরে ঝলমলি,

কদম্ব পল্লব কানে,

আবার জঠর বসনে, বাঁশীটি গুঁজেছে,

শোভে নানা আভরণে।

(বাঁশী কেন, ঐ নেয়ের আবার বাঁশী কেন, পার ঘাটের নেয়ের আবার বাঁশী কেন ও কি বাজাতে জানে ঐ নেয়ে কি বাঁশী বাজাতে জানে, কি ধন দিব, আমি ও বাঁশীকে কি ধন দিব, যদি রাধা ব'লে বাজে বাঁশী— ও বাঁশীকে কি ধন দিব আমি এক বাঁশীকে সব দিয়েছি যদি রাধা ব'লে বাজে বাঁশী—ও বাঁশীকে কি ধন দিব?

শোভে নানা আভরণে ॥

হাসিতে হাসিতে গীত আলাপিছে

সঘনে ঘুরায় আঁখি।

(ঐ নেয়ের কেন আঁখি ঘোরে, উহার স্বভাব বড় ভাল নয়—কেন আঁখি ঘোরে, অনুমানে বুঝা যায় নেয়ের স্বভাব বড় ভাল নয়, কেন আঁখি ঘোরে ?)

সঘনে ঘুরায় আঁখি ॥

শ্রীমতীর কথা শুনে বড়িমা বল্‌ছেন শ্রীমতি! ও নেয়ের কেন আঁখি ঘোরে তাই শোন।

(ও যে জগৎকে দেখ্‌ছে, আঁখি ঘুরায়ে জগৎকে দেখ্‌ছে, ও যে জগৎ চিন্তামণি, আঁখি ঘুরায়ে জগৎকে দেখ্‌ছে।)

সঘনে ঘুরায় আঁখি ॥

আবার চড়াইয়া নায় না জানি কি চায়

এ হেন চঞ্চল দেখি গো বড়াই, এ হেন চঞ্চল দেখি।

(উহার স্বভাব বড় ভাল নয়, অনুমানে বুঝা যায়—উহার স্বভাব বড় ভাল নয়, ঐনেয়ের—অনুমানে বুঝা যায় উহার স্বভাব বড় ভাল নয়!)

এ হেন চঞ্চল দেখি ॥

শ্রীমতী বল্‌ছেন বড়িমা ! এখনও আমরা নৌকায় উঠি নাই, তাতেই নেয়ে ও রকম কর্‌ছে, তখন নৌকায় চড়িয়ে যে কি করিবে, তার কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না, তাতেই বল্‌ছি বড়িমা, চল, আমরা এ ঘাটে এ নাবিকের নৌকায় পার না হ'য়ে অন্য ঘাটে অন্য নাবিকের নায়ে পার হ'য়ে যাই।

তখন বড়িমা বলছেন—শ্রীমতি ! তুমি যা বল্‌ছো, তা হবে না।

(পড়্‌তেই হবে, ওর হাতে পড়্‌তেই হবে, এ ঘাট ছেড়ে যে ঘাটে যাবে, ওর হাতে পড়্‌তেই হবে।)

এ হেন চঞ্চল দেখি ॥

পুনরায় বড়িমা বল্‌ছেন—শ্রীমতি ! তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি যা বলি, আমার কথা মত কাজ কর। "তোমরা কহিও—কংসের যোগানী বুকে না হেলি কেহ"।

(তোমরা ভয় ক'রো না উহায় দেখে তোমরা ভয় ক'রো না, যে হোক্ সে হোক্ না কেন—উহায় দেখে তোমরা ভয় ক'রো না।)

বুকে না হেলিও কেহ।

তখন গোপিনীগণ বল্‌ছেন—কেন বড়িমা ! কংসের যোগানী বল্‌লে কি হবে ?

(বড় ভয় যে করে, কংসাসুরে বড় ভয় যে করে, পাছে উহার বধ করে, কংসাসুরে বড় ভয় যে করে।)

বুকে না হেলিও কেহ।

কহে জগন্নাথ, শশী ষোলকলা পেলে কি ছাড়য়ে রাহু গো বড়াই, পেলে কি ছাড়য়ে রাহু ?

(সে তো ছেড়ে দেবে না, পূর্ণ শশী পেলে ছেড়ে দেবে না, ষোল কলা পূর্ণ শশী পেলে রাহু গ্রাসিবে—ছেড়ে দেবে না।)

পেলে কি ছাড়য়ে রাহু।

শ্রীমতী বল্‌ছেন বড়িমা ! যদি ও ঘাটের নেয়েই হবে, তবে নৌকা ঘাটে নিয়ে আস্‌ছে না কেন ?

বড়িমা বল্‌ছেন—শ্রীমতি ! ও যেমন তেমন নেয়ে নয়, আপনা অপনি নৌকা ঘাটে নিয়ে আসে না।

(উহায় ডাক্‌তে হবে, পার কর পার কর ব'লে ডাক্‌তে হবে, হাদে ওহে পারের নেয়ে পার কর—পার কর ব'লে ডাক্‌তে হবে !)

———

বড়িমার কথা শুনে গোয়ালিনীগণ ডাক্‌তে লাগ্‌লেন।

৪। "আমাদিকে পার ক'রে দে"

(ও নেয়ে হে, আমাদিকে পার ক'রে দে, রাই ডাকে বাহু তুলে ও নেয়ে হে, আমাদিগকে পার ক'রে দে, আমরা কূলেতে দাঁড়ায়ে, কুলের কুলবতী হ'য়ে কূলেতে দাঁড়ায়ে, আমাদিকে পার ক'রে দে, পার করে দে। নইলে আপন ক'রে নে, নেয়ে হে, একে হ'লাম আমরা অবলা, অবলা তাই অবলা, ঐ দেখ্ আর বেলা নাই হে, ঐ দেখ আর—তাই হ'লো অবেলা—আর বেলা তাই হে !)

আমাদিকে পার করে দে।

———

গোপিনীগণের কথা শুনে নাবিক বল্‌ছেন—

৫। তোমরা কে হে খঞ্জন-নয়ন ?
তোমরা কার ঘরের রমণী ?
তাই বল হে খঞ্জন-নয়নি !
এ হেন সুন্দর বেশে,
যাবে তোমরা কোন্ দেশে ?

(এ হেন সুন্দর বেশে, সে দেশে কি ব্যাধ নাই হে, এ হে সুন্দর বেশে, সে দেশে কি ব্যাধ আঁখি খঞ্জন ধয়ে—সে দেশে কি ব্যাধ নাই হে ?)

নাবিকের কথা শুনে গোপিনীগণ বল্‌ছেন—

যে হই সে হই মোরা, তরণী আনহ ত্বরা,

(যে হই সে হই মোরা, সে পরিচয়ে কাজ কি আছে, যে হই সে হই মোর, সে পরিচয়ে কাজ কি আছে—বলি ও পারের নেয়ে, সে পরিচয়ে কাজ কি আছে ?)

যে হই সে হই মোরা, তরণী আনহ ত্বরা,
কাজে কাজে জানিবে এখনি খঞ্জন-নয়নী।

গোপিনীগণের কথা শুনে নাবিক বল্‌ছেন—

ওহে তোমরা ডাকিছ সুখে, আমার তরণী পড়েছে পাকে হে

(তোমরা ডাকিছ সুখে, নয়ন-ঘুরাণিতে পড়েছে হে, আমার মন তরণী তোদের নয়ন ঘুরণিতে পড়েছে হে !)

তোমরা ডাকিছ সুখে, আমার তরণী পড়েছে পাকে হে,
আপনি সামালি আগে আনি খঞ্জন-নয়নী।

নাবিক এই কথা বল্‌তে বল্‌তে অম্‌নি—

আসিয়া নাগর লাগালেন 'না', দেখিয়া কিশোরী বাড়ালেন পা

তখন নৌকায় কিশোরীর পা দেওয়া দেখে নাবিক বল্‌ছেন—

(আজ আমার নেয়ে হওয়া সার্থক হ'লো, রাধারাণীর চরণ পেলাম—নেয়ে হওয়া সার্থক হ'লো, এত আন্ জান্‌বার কথা নয় হে, রাধারাণীর চরণ পেলাম—নেয়ে হওয়া সার্থক হ'লো !)

নাবিক মনে মনে ঐ কথা বল্‌ছেন, আর প্রকাশ্যে বল্‌লেন—

গোয়ালিনি ! তুমি পা নামাও, তুমি যে এলে আর নৌকায় পা তুলে দিলে, তোমার এ কি কেনা নৌকা ?

নাবিকের কথা শুনে শ্রীমতী বল্‌ছেন নাবিক ! তবে কি তুমি আমাদিকে পার কর্‌বে না ?

নাবিক বলছেন কেন পার কর্‌বো না, আমার ঘাটের যে নিয়ম আছে, সেই মত দিলেই পার ক'রে দিবো।

শ্রীমতী বল্‌ছেন—নাবিক ! তোমার ঘাটের কি নিয়ম আছে তা তো আমরা জানি না, আমাদের কাছে বল।

নাবিক বল্‌ছেন—

৬। আমার এ সুন্দর না যেবা আসি দেয় পা,
হাসিয়া গণয়ে ষোল পণ

(আগে গুনে দিতে হয় গো, তা নৈলে পার করি না ষোল পণ কড়ি আগে গুনে দিতে হয় গো !)

হাসিয়া গণয়ে ষোল পণ ॥

নাবিকের কথা শুনে শ্রীমতী বল্‌ছেন নাবিক ! তোমার ঘাটের এই কি নিয়ম ? যার ষোল পণ কড়ি আছে সে পার হ'য়ে যাবে, আর যার কড়ি নাই, সে কি পার হইতে পার্‌বে না ?

তখন নাবিক বল্‌লেন—হাঁ সেও পার হবে, তবে যার পারের কড়ি আছে, সে যেমন আসবে আমি তাকে তখনি পার করে দেবো, আর যার পারের কড়ি নাই সে আস্‌বে সকালে, এসে সমস্ত দিন কেবল (ব'সে ব'সে কাঁদ্‌বে, "আমায় পার কর গোবিন্দ" বলে ব'সে ব'সে কাঁদ্‌বে।) কেঁদে কেঁদে যখন দিবা অবসান হবে তখন আমি তাকে নিজগুণে পার ক'রে দেবো। তাই বল্‌ছি

শ্রীমতি ! তোমার যদি পারের কড়ি না থাকে, তবে তুমিও সেই রকম একবার—(কাঁদ না কেন, আমায় পার কর গোবিন্দ ব'লে কাঁদ না কেন, ওহে পারের নেয়ে, পার কর গোবিন্দ ব'লে কাঁদ না কেন !)

নাবিকের কথা শুনে শ্রীমতী বল্‌ছেন, কি বলছো নাবিক ! আমি হ'লাম রাজনন্দিনী, সামান্য ষোল পণ কড়ি জন্য আমি তোমার কাছে কাঁদ্‌বো ! কখনই না বিশাখা ! ঐ নাবিককে ষোল পণ ক'রে কড়ি গুণে দাও, দিয়ে চল আমরা পার হ'য়ে যাই।

শ্রীমতীর কথা শুনে নাবিক বল্‌ছেন—শ্রীমতি ! সকলের কাছে এক ষোল পণ আর তোমার তিন ষোল পণ কড়ি লাগ্‌বে । তখন শ্রীমতী বল্‌ছেন কেন নাবিক। সকলের কাছে এক ষোল পণ আমার কাছে তিন ষোল পণ কেন ? আমি তো দেবো না।

শ্রীমতীর কথা শুনে পদকর্ত্তা সখিরূপা হ'য়ে বল্‌ছেন, যে শ্রীমতি ! তোমার কাছে নাবিক তিন ষোল পণ কড়ি চেয়েছে, কিছু বেশী চায় নাই, কেন না তুমি হ'লে ত্রিগুণাতীতা, (মাধুর্য্য, ওজ ও প্রসাদ) তিন ষোল পণ কড়ি দিয়ে পার হ'য়ে যাও ; নাবিক বল্‌ছে কেন তোমার কাছে তিন গুণ নেবো তাই শুন।

একে সে নিতম্ব উচ, তাহে গুরুতর কুচ,
এক নায়ে ভার তিনজন !"

(আমি তাতেই বলি তিন গুণ নেবো, তুমি এক গুণ দিলে হবে না— আমি তাতেই বলি তিন গুণ নেবো।)

এক নায়ে ভার তিনজন ॥
লাখের পসরা তোর, নায়ে পার হবে মোর,
তাহাতে পাইব আমি কি।

(আমায় কি দিবে হে, বল বল গোয়ালিনি, আমায় দিবে হে, তা নইলে যেতে দিব না হে গোয়ালিনি আমায় কি দিবে হে।)

তাহাতে পাইব আমি কি ॥

এখন বুঝিয়া বল পাছে যেন না হয় কল,

এই জীবিকায় আমি জী।

(আমার অন্য উপায় নাই হে নেয়েগিরি ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই হে, আমি হ'লাম পারের নেয়ে, নেয়ে গিরি ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই হে!)

এই জীবিকায় আমি জী ॥

পুনরায় নাবিক বল্‌ছেন—

শুন বিনোদিনী রাই, আগে দেহ কিছু খাই,

না' বাহিতে গায়ে হোক্ বল ॥

তখন নেয়ের কথা শুনে পদকর্ত্তা বল্‌ছেন—

এ দ্বিজ মাধব কয় রস অতিশয়

পাছে মিছে হারাবে সকল।

ওহে, তোমার সাহস মন্দ নয় হে তোমার সাহস দেখে লাজে মরি তোমার সাহস মন্দ নয় হে!

পাছে মিছে হারাবে সকল ॥

নাবিকের ঐ কথা শুনে বড়িমা বল্‌ছেন—

নাবিক। কেন আর কর গোল, একটু খেতে দিব ঘোল,

(তোমায় ঘোল খাওয়াবো গোল করো না, বলি-ও পারের নেয়ে তোমায় ঘোল খাওয়াবো—গোল করো না।)

তখন বড়িমার কথা শুনে নাবিক ব'ল্‌ছেন—ও বড়িমা। কেন তুমি ঘোলের নাম কর্‌লে! ঘোলের নাম কর্‌লে হয় সাত দিন অযাত্রা,—আর

সেই ঘোল খেলে হয় এক পক্ষ অযাত্রা, এখন ঐ ঘোল বলাতেই গোল বাধলো।

(তখন আমায় দোষ দিও না, যখন পথে বিপদ হবে, তখন আমার দোষ দিও না, ঐ ঘোল বলাতেই গোল বাধলো, যখন পথে বিপদ হবে, তখন আমার দোষ দিও না।)

৭। তখন ললিতা সখী, মুচ্‌কি হাসি, কহয়ে নেয়ের ঠাঁই
কহ না কেন তোমার মেনে কতেক বেতন চাই
আমরা হই যে রাজার ঝিয়ারি, জাতি মর্য্যাদা পাই,
ঝাড়িলে হাত হবে কৃতার্থ কিসের কাতর রাই।

(উহার অভাব কি হে, উহার নাম রাধারাণী, উহার অভাব কি হে, ও হ'লো রাজনন্দিনী, কুলবালা, উহার আবার অভাব কি হে ?)

কিসের কাতর রাই ॥

ললিতার কথা শুনে নাবিক বল্‌ছেন—আচ্ছা তাই যদি হয়, তবে এস পার ক'রে দিই।

নাবিকের কথা শুনে গোপিনীগণ সকলেই নৌকায় উঠ্‌লো। গোপিনীগণের নৌকায় উঠা দেখে নাবিক বল্‌ছেন—(তোরা ডুবাবি নাকি, তোরা সবাই মিলে ডুবাবি নাকি, তোরা কি এই পণ করেছিস— সবাই মিলে ডুবাবি নাকি !)

নাবিকের এই কথা শুনে বড়াই বল্‌ছে নাবিক! তবে তুমি কি আমাদিকে পার কর্‌বে না ? যদি পার না কর, তা হ'লে স্পষ্ট কথা বল, আমরা ঘরে যাই।

বড়িমার কথা শুনে নাবিক বল্‌ছেন বড়িমা! পার কর্‌বো বৈকি, আমি যখন তোমাদিগকে পার কর্‌বার জন্য এসেছি, তখন

পার কর্‌বো, তবে আমার পারের একটা নিয়ম আছে, আমি তোমাদের সকলকে তো এক সঙ্গে পার করতে পার্‌বো না, একজন ক'রে পার ক'রে থাকি, তাতেই বল্‌ছি তোমরা নেমে যাও, আমি একজন ক'রে পার ক'রে দিই।

নাবিকের কথা শুনে বড়িমা বল্‌লেন—তাই কর একজন ক'রেই পার ক'রে দাও। পুনরায় নাবিক বল্‌ছেন—আমি আগে যাকে তাকে পার কর্‌বো না, তোমাদের মধ্যে ঐ যে রূপসী অল্প বয়সী, আগে উহাকে করিব পার। (ঐ যার নীল বসনে বদন ঝাঁপা, সখী মাঝে ঐ দেখা যায়, নীল বসনে বদন ঝাঁপা)

আগে উহাকে করিবে পার

নাবিকের কথা শুনে বড়িমা বল্‌ছেন—তা ওকে আগে পার কর্‌বে বৈকি, কেন না ও হ'লো আমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দরী, তাই ওকে আগে পার কর্‌বে। বড়িমার কথা শুনে নাবিক বল্‌ছেন—তুমি যা বল্‌ছো, তা নয় বড়িমা, ওকে কেন আগে পার কর্‌বো, তাই শুন—

উহার বালাই লইয়ে যাই মরিয়ে ও যে আমার উপায় ধার।

(ও যে আমার পারের নেয়ে, আমি হ'লাম জগতের নেয়ে, ও যে আমার পারের নেয়ে, এ তো আন্ জানবার কথা নয় হে, আমি হ'লাম জগতের নেয়ে, ও যে আমার পারের নেয়ে।)

ও যে আমার উপায় ধার॥

তখন কহয়ে রঙ্গনা. শুনহে নেইয়া, তোমার নাহিক বোধ,
উহার চরণে, তোমার পরাণে, দিলে কি হইবে শোধ?

(কিছু জ্ঞান নাই হে, তোমার কিছু জ্ঞান নাই হে, পার-ঘাটের নাবিক তুমি—তোমার কিছু জ্ঞান নাই হে!)

দিলে কি হইবে শোধ॥

সখীরা যখন নাবিককে ঐরূপ ভৎর্সনা করছেন, তা শুনে—

তখন শুনিয়া বোল, করে খল বল, রাই বিনোদিনী হিয়া
কহয়ে মাধব খেয়ারির মন তোষহ বচন দিয়া ।

(কিছু ব'লো না হে, উহায় কিছু ব'লো না হে, যেমন তেমন নেয়ে নয়, উহায় কিছু ব'লো না হে!)

তোষহ বচন দিয়া ॥

———

নাবিক বলছেন—ওগো গোয়ালিনীগণ, কেন দাঁড়িয়ে রইলে? এস, পার ক'রে দিই ।)

৮। একে আমার ভাঙ্গা না, তাতে আবার মেঘের বা
দু-দুপুরে দেই এক খেয়া ।
কথাতে আর কাজ নাই দান দিয়া চড় নায়,
আঁধার করিয়া এলো দেয়া ॥

(এস. বেলায় বেলায় পার ক'রে দিই, আঁধার করিয়া এল দেয়া, তা নইলে যাওয়া হবে না হে, এস বেলায় বেলায় পার ক'রে দিই ।)

আঁধার করিয়া এল দেয়া ।

তখন পহিলে চড়ল ধনি নায়. কনক-কমলদলে,
তাতলে বিছারই সুখে বৈঠল ধনি যায় ।

(আরে কিবা সুখে বৈঠল, ধনির আনন্দ আর ধরে না গো, সুখে বৈঠল, ধনির আনন্দ—গোবিন্দে ঘাটের নাবিক হেরে ধনির আনন্দ আর ধরে না গো !)

সুখে বৈঠল ধনি যায় ॥

বামেতে ঘোমটা টানি, দক্ষিণে পসরা এড়ি
বৈঠল কানু করি পিঠ ।

(আরে কিবা বৈঠল কানু করি পিঠ, বদন দেখ্‌বে ব'লে বৈঠল কানু করি পিঠ, পার-ঘাটের নাবিকের বদন দেখবে বলে)।

বৈঠল কানু করি পিঠ ॥

স্বর্ণ আভরণ তায়, ঝলকত গোরা গায়,

কানু হেরত ঘন দিঠ।

(আরে কিবা কানু হেরত, কানু ঘন ঘন চেয়ে দেখে—কানু হেরত, কানু ঘন ঘন চেয়ে দেখে—শ্রীরাধিকার চাঁন-বদন কানু ঘন ঘন চেয়ে দেখে।)

কানু হেরত ঘন দিঠ॥

রাধার বদন হেরি, অস্থির হইয়া হরি,

মনমাহা করে ওস আশ।

(আরে কিবা মনমাহা করে, এমন ভাগ্য কি আমার হবে, মনমাহা করে, এমন ভাগ্য কি আমার—রাধারাণীর দয়া হবে এমন ভাগ্য কি আমার হবে ?)

মনমাহা করে ওস আশ ॥

কেরুয়াল খসি পড়ে, নৌকা বাহিতে নারে

উলসিত গোবিন্দ দাস।

(আরে কিবা উলসিত, ধৈরয ধর্‌তে নারে উলসিত, ধৈরয ধর্‌তে নারে—শ্রীরাধিকার বদন হেরে ধৈরয ধর্‌তে নারে।)

উলসিত গোবিন্দ দাস ॥

———

৯। রাই মুখ হেরি, কহয়ে কাণ্ডারী

শুন শুন বিনোদিনী,

বড়ই বিষম, হইল পবন,
বুঝি বা গেল না’-খানি।

(রাখিতে নারি, আর আমি রাখিতে নারি, এইবার বুঝি না ডুবিল আর আমি রাখ্‌তে নারি।)

বুঝি বা গেল না’—খানি
তোমার নীল সাড়ি গায়, দেখি দিচ্ছে বায়
মেঘের উদয় জানি,
জীর্ণ তরীখানি, ডুবিবে এখনি
জীবিকায় হবে হানি।

(নাই হে ধনি, আমার অন্য উপায় নাই হে ধনি, নেয়ে-গিরি ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই হে ধনি!)

জীবিকায় হবে হানি॥
এখন মোর বোল ধর, নীল সাড়ি ছাড়
যমুনায় দাও ডারি।
থাকিলে জীবন, পাবে কত ধন
লাখে লাখে নীল সাড়ি।

(অনেক পাবে হে, থাকলে জীবন অনেক পাবে হে, লাখে লাখে নীল সাড়ি পাবে—থাক্‌লে জীবন অনেক পাবে হে!)

লাখে লাখে নীল সাড়ি॥

নাবিব যখন বার বার ঐ কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন, নাবিকের কথা শুনে শ্রীমতী তখন—

কাণ্ডারীর বচন, শুনিয়া তখন
হাসি কহে ধনি রাই,

যমুনায় সাড়ি, দিতে পারি ডারি
যদি সে জীবন পাই।

(তার আর ভাবনা কিহে, ওহে নাবিক, তার আর ভাবনা কি হে, নীল সাড়ি জলে ভাসাইব তার আর ভাবনা কি হে !)

যদি সে জীবন পাই ॥

যদি সে বসন, দেখিয়া পবন,
কাল মেঘ ভাবে মনে।
শুন হে নেইয়া. তুমি যে কালিয়া,
অভেদ মেঘের সনে।

(কিছু ভিন্ন নয় হে, মেঘের রূপে কিছু ভিন্ন নয় হে, তোমার রূপ আর মেঘের রূপ দু'য়ে কিছু ভিন্ন নয় হে !

অভেদ মেঘের সনে ॥

শ্রীমতী বল্ছেন—আচ্ছা নাবিক, যদি আমার নীল সাড়ি দেখে পবন কাল মেঘ মনে ক'রে ঝড় তুলে থাকে, তা হ'লে তোমারও কালরূপ, তোমাকে দেখেও তো পবন ঝড় তুল্তে পারে. তাই বল্ছি এস—

আগে সে তোমায়, দধি দিয়া গায়,
কালিয়া বরণ ঢাকি।
পশ্চাতে বসন, করিব তেজন,
তাহার ভাবনা কি।

(ফিরায়ে দিই হে, তোমার রূপ আগে ফিরায়ে দিই হে. এস হে তোমার দধি দিয়া গায়, তোমার রূপ আগে ফিরায়ে দিই হে !

তাহার ভাবনা কি ॥

রাধার বচন, শুনিয়া তখন,।
নাগর মুচকি হাসে।

সখীগণ মিলি, দেয় করতালি,

ভনই রাখাল দাসে।

বুঝা যাবে হে, চতুরালী তোমার বুঝা যাবে হে, ওহে সুচতুরের শিরোমণি, চতুরালী তোমার বুঝা যাবে হে!

ভনই রাখাল দাস॥

১০। যমুনার মাঝে গিয়ে বলে শ্যাম রায়,

আজি তো বিষম হইল পুরবের বায়।

(যাওয়া হ'লো না ধনি, বিকে যাওয়া হ'লো না ধনি, আজ যমুনার বুঝি না' ডুবিল, বিকে যাওয়া হ'লো না ধনি!)

আজি তো বিষম হইল পুরবের যায়॥

বেণী দোলে নৌকা টলে বড়ই বিষম,

কেমনে করিব পার যমুনা দুর্গম।

(দ্বিগুণ বেড়েছে, যমুনা আজ দ্বিগুণ বেড়েছে, উথলি উথলি উঠিছে—যমুনা দ্বিগুণ বেড়েছে।

কেমন করিব পার যমুনা দুর্গম॥

নাবিক যখন বার বায় ঐ কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন, তখন শ্রীমতী ভয় পেয়ে হাত নেড়ে সখীগণকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন আর বল্‌তে লাগ্‌লেন—হে সখীগণ! তোমরা যে কোন প্রকারে হোক্ আমাকে বাঁচাও নইলে এই যমুনার মাঝখানে আজ আমার প্রাণ যায়।

নাবিক শ্রীমতীর ঐ কথা শুনে বল্‌তে লাগ্‌লেন—শ্রীমতি! তুমি ঘন ঘন হাত নাড়, ডাক উচ্চৈঃস্বরে ইহাতে নৌকা অধিক টলমল করে। (দোলায়ে দাও হে, তুমি কারও নৌকা দোলায়ে দাও হে, তুমি অঙ্গ দোলাইয়া নৌকা দোলাইয়া দাও হে!)

ইহাতে অধিক নৌকা টলমল করে॥

নাবিক ঐ কথা শ্রীমতীকে বল্‌ছেন আর শ্রীমতীর মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছেন দেখ্‌তে দেখ্‌তে অমনি—

শ্রীরাধিকার মুখ হেরি রসিক নাগর,
কেরুয়াল খসি পড়ে হইল ফাঁপর।

(অবশ হয়েছে, নাবিকের অঙ্গ অবশ হয়েছে, শ্রীরাধিকার মুখ হেরে অঙ্গ অবশ হয়েছে!)

কেরুয়াল খসি পড়ে হইল ফাঁপর॥

শ্রীমতী তখন নাবিকের ঐ দশা দেখে নাবিককে বল্‌ছেন—ওহে নাবিক।

তুমি ভগ্ন নৌকায় পার কর যশোদার বালা,
মজালে আমায় আজি আহিরী অবলা।

(এ কি স্বভাব হে, ওহে নাবিক, তোমার একি স্বভাব হে. নায়ে তুলে এই দশা কর, তোমার একি স্বভাব হে !

মজালে আমায় আজি আহিরী অবলা॥

শ্রীমতীর কথা শুনে নাবিক বল্‌ছেন—গোয়ালিনি ! কেন আমার দোষ দিচ্ছো ?

তুমি ভগ্ন নৌকা দোষ দাও রাজার ঝিয়ারী,
আমি হস্তী হয় পার করি, তোমরা কত ভারি।

(এ তো তুচ্ছ কথা তোমাদিকে পার করা তো তুচ্ছ কথা কত হাতী ঘোড়া পার ক'রে দিই, এ তো কথা।)

হস্তী হয় পার করি তোমরা কত ভারি॥

নাবিকের ঐরূপ কার্য্যকলাপ দেখে পদকর্ত্তা বল্‌ছেন—

গোবিন্দ দাস কহে যাই বলিহারী,
অপরূপ লীলা তহিঁ করত মুরারি।

(কিছু বোঝা তো যায় না, ভাবের গতি কিছু বোঝা তো যায় না, রাধা-গোবিন্দের ভাবের গতি কিছু বোঝা তো যায় না।)

অপরূপ লীলা তঁহি করত মুরারি।

পুনরায় নাবিক শ্রীমতীকে বল্‌ছেন—হে শ্রীমতি! তুমি কেন আমার সঙ্গে এরূপ কর্‌ছো ?

১১। আমার কথা শুন ধনি, শুন বিনোদিনী ধনি,
আমার কাণ্ডারি তুমি, তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।

(ওহে তুমি আমায় পারের নেয়ে, শোন ওহে ও গোয়ালিনি, তুমি আমার পারের নেয়ে, এ তো আন্ জান্‌বার কথা নয় হে, ওহে ও গোয়ালিনি তুমি আমার পারের নেয়ে।)

তোমার কাণ্ডারী কহ কারে॥
তুয়া অনুরাগে প্রেম-সাগরে ডুবেছি আমি।
আমারে তুলিয়া দেহ পারে।

(তুমি ভিন্ন আর কে তারিবে, আমি অকুল মাঝে ডুবে আছি—তুমি ভিন্ন আর কে তারিবে ?

আমারে তুলিয়া দেহ পারে॥
যোগী ভোগী নাপতিনী, তোমার লাগিয়া দানি
ওঝা হ'লাম তোমার কারণে

(আমি কত সাজ সেজেছি হে, আমি যোগী ভোগী নাপিতিনী, কত সাজ সেজেছি হে, আমি যোগী ভোগী নাপিতিনী—আজ তোমারে লাগিয়া আমি যোগী ভোগী নাপিতীনি কত সাজ সেজেছি হে !)

ওঝা হ'লাম তোমার কারণে ॥

তুয়া অনুরাগে মোরে, লইয়া ফিরে ঘরে ঘরে,

তুয়া লাগি করিনু দোকানে।

(আমি তোমার প্রেমে কি না করি, হ্যাদে বলি ও গোয়ালিনি আমি তোমার প্রেমে কি না করি, আমি তোমা ভিন্ন আন্ জানি না হে, বলি ও গোয়ালিনি আমি তোমার প্রেমে কি না করি।

তুয়া লাগি করিনু দোকানে।

রাখাল হইয়া বনে সদা ফিরি ধেনু সনে,

তুয়া লাগি বনে বনচারী।

সব হ'লো তোমারি লাগি, আমার যত কিছু লীলা-খেলা সব হ'লো তোমারি লাগি, আমার যত কিছু লীলা-খেলা—আমি তোমা ভিন্ন আন্ জানি না, আমার যত কিছু লীলা-খেলা সব হ'লো তোমারি লাগি।

তুয়া লাগি বনে বনচারী ॥

তোমার পিরীতি পাইয়া, এ ভাঙ্গা তরণী লইয়া,

তুয়া লাগি হইনু কাণ্ডারী।

(আমি তোমাকে পার কর্‌বো ব'লে, ওহে, তুমি আমার পারের নেয়ে তোমাকে পার কর্‌বো ব'লে. ওহে তুমি আমার পারের নেয়ে, তাই বলি হে গোয়ালিনি, তুমি আমার পারের নেয়ে—তোমাকে পার কর্‌বো ব'লে।

তুয়া লাগি হইনু কাণ্ডারী ॥

এখন না বল কুবোল ধনি রমণীর শিরোমণি,

তুয়া প্রেমে কি না করি আনি।

(ওহে; তুমি আমার প্রেমের গুরু, আমি তোমা ভিন্ন আন্ জানি না হে, তুমি আমার প্রেমের গুরু, আমার তুমি ভজন, তুমি পূজন, তোমা ভিন্ন আন জান না হে, তুমি আমার প্রেমের গুরু।)

তুয়া প্রেমে কি না করি আমি ॥

জগন্নাথ দাসে কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,

জাতি-জীবন-ধন তুমি ॥

(রাধে এইবার আমায় দয়া কর, ওহে বৃন্দাবনেশ্বরি ধনি, এইবার আমায় দয়া কর।)

জাতি-জীবন-ধন তুমি ॥

নাবিকের ঐ সকল কথা শুনে শ্রীমতী বল্ছেন নাবিক! কেন তুমি আমাকে বার বার ঐ সকল কথা বল্ছো ? আমাকে পার ক'রে দেবে তে দাও, আর না হয় আমার সখীগণ যেখানে আছে, সেইখানে আমাকে নামিয়ে দাও।

শ্রীমতীর কথা শুনে নাবিক বল্ছেন শ্রীমতি! আমি তোমাকে পার কর্‌বো ব'লেই নৌকায় তুলেছি, কিন্তু আমার নৌকা যে চল্‌ছে না, তা আমি কি কর্‌বো ; তবে দেখি এইবার যদি নৌকা চলে। এই ব'লে নাবিক নৌকা চালাতে লাগলেন।

১২। তখন আনন্দের ভরে, চাপয়ে রাধারে, উলসিত হ'লো গা,

আর মধ্য যমুনায় গিয়া শ্যামরায় দোলাতে লাগিল না।

(বলে না' ডুবিল, ও কিশোরি, না' ডুবিল, এইবার বুঝি গেল গেল ও কিশোরি, না' ডুবিল।)

দোলাতে লাগিল না' ॥

তখন নাবিকের ঐ কথা শুনে শ্রীমতী বলছেন— (ডুবাইছ, ওহে

ডুবায়ো না, কেন ডুবাইছ? আমি ডুবলে তোমার নাম আর কেউ লবে না—কেন ডুবাইছ, নেয়ে হে, যে নেয়ের কাণ্ডারী হরি, না হয় আমি সেই নায়েতে ডুবে মরি—ডুবাইছ)

শ্রীমতীর কথা শুনে নাবিক বলছেন শ্রীমতি! কেন যে এত নৌকা টলে, তাই বলি শুন।

ভূষণের ভরে অধিক নৌকা টলমল করে।

(সব খুলে জলে ফেলে দাও হে, থাকলে জীবন, পাবে ভূষণ—খুলে জলে ফেলে দাও হে।)

পুনরার নাবিক বল্‌ছেন—শুধু তাই নয় শ্রীমতী।

তোমার ঐ দধি দুগ্ধ ফেলে দাও ঘোল,
ডালা ভরিয়ে বালা সেচহ জল।

নাবিকের কথা শুনে শ্রীমতী বল্‌ছেন—ওহে নাবিক। আমি রাজার নন্দিনী কুলবালা, কেমন ক'রে জল সেচতে হয়, তা আমি জানি না, যদি আমায় জল সেচতেই হয়, তা হ'লে আমায় দেখিয়ে দাও।

নাবিক বল্‌ছেন—,এমনি এমনি ক'রে ডালা, ডালা ভরিয়ে সেচহ জল"! পুনরায় নাবিক বল্‌ছেন, ও শ্রীমতি! শুধু তাই নয়, তোমাতে আরও অনেক বিপরীত আছে।

"ঐ চাঁদবদন দেখিয়া তোর, হাতের কেরুয়াল খ'সে পরে মোর"

(ওহে, তুমি বদন ঢেকে বোস, নীলবসনে ঘোমটা টেনে তুমি বদন ঢেকে বোস।)

নাবিকের কথা শুনে শ্রীমতী বদন ঢেকে বস্‌লো। তা দেখে নাবিক মনে মনে বল্‌ছেন যে, যদিও ঐ চাঁদবদনখানি দেখছিলাম কিন্তু একি হ'লো? কি উপায় করি? এই কথা ভাবতে ভাবতে শ্রীমতীকে বল্‌ছেন—শ্রীমতি!

তোমার নীল শাড়ী গায়, দেখি দিচ্ছে বায়,
কাল মেঘ ভাবি মনে
এখন মোর বোল ধর, নীল সাড়ি ছাড়,
তবে সে বাঁচিবে প্রাণে॥

(সব খুলে জলে ফেলে দাও হে, থাক্‌লে জীবন, পাবে বসন, খুলে জলে ফেলে দাও হে !)

তবে সে বাঁচিবে প্রাণে ॥

শ্রীমতী নাবিকেয় ঐ সকল কথা শুনে বল্‌ছেন—নাবিক ! যদি .আমার নীল সাড়ি দেখে পবন কাল মেঘ মনে করে বা ঝড় উঠায়, তা হ'লে তোমাকেও লোকে নব-ঘনশ্যাম বলে, তোমার রূপে আর মেঘের রূপে তো কিছু ভিন্ন নাই, তা হ'লে এস, এক কাজ করা যাক্, তুমি তোমায় ঐ কাল বরণ খোল, আর আর আমি আমার বসন খুলি—(এস যোগ ক'রে ভাসাই. তোমার বরণ আর আমার বসন এস যোগ ক'রে ভাসাই ।)

নাবিক শ্রীমতীর ঐ সকল কথা শুনে বুঝলেন যে, এত সহজে আমার লীলা প্রকাশ করা যাবে না দেখ্‌ছি। এই কথা ভাবতে ভাবতে নাবিক ইচ্ছা ক'রেই নৌকা টলাতে লাগ্‌লেন, আর বল্‌তে লাগ্‌লেন—(না' ডুবিল, ও কিশোরি, 'না' ডুবিল, এইবার বুঝি গেল—গেল, ও কিশোরি, না' ডুবিল।)

নাবিকের ঐরূপ ব্যাপার দেখে শ্রীমতী ভীত হইলেন।

তখন ভয়েতে কিশোরী, দুবাহু প্রসারি
ধরিল নেয়ের গলে।
রাধে কোলে করি রসিক মুরারি,
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে" ॥

(আজ যমুনার বাঞ্ছা পূর্ণ হ'লো, অনেক দিনের আশা ছিল, তাই যমুনার বাঞ্ছা পূর্ণ হ'লো, অনেক দিনের আশা ছিল—এই যুগল, বিলাস দেখবো ব'লে অনেক দিনের আশা ছিল, তাই যমুনার বাঞ্ছা পূর্ণ হ'লো)

ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে ॥
কানু মরকত তরণী হ'য়ে,
ভাসয়ে নাগর রমণী ল'য়ে ।

(বলে আমি হৃদয়-নৌকা ভাসায়েছি !)

তখন পিঠের উপরে ভাসিছে বেণী,
হেম পিঠে যেন শোভিছে ফণি,
ভাসিয়া ভাসিয়া লাগিল আসিয়া
নিভৃত নিকুঞ্জ-বনে ।
যেবা মনে ছিল, বিধি মিলাইল,
দাস জগন্নাথ ভনে ॥

(আজ মিলন যে হ'লো, রাধা-শ্যামে আজ মিলন যে হ'লো, যমুনার কিনারে রাধা-শ্যামে আজ মিলন যে হ'লো ।)

(ইতি যমুনার নৌকা-বিলাস সমাপ্ত)

শ্রীমতী আপনার প্রাণবঁধুকে বলছেন—

১৩। বঁধু, কি আর বলিব আমি ।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
প্রাণনাথ হইও তুমি ।

(ছাড়া ক'রো না বঁধু, আমার চরণ ছাড়া ক'রো না বঁধু, তোমার না দেখিলে প্রাণে মরি—আমার চরণ ছাড়া ক'রো না বঁধু !)

প্রাণনাথ হইও তুমি ॥
বহু পুণ্য ফলে, গৌরী আরাধিয়ে,
পেয়েছি কামনা করি ।
কি জানি কি ক্ষণে, দেখা তব সনে,
তেঞি সে পরাণে মরি ॥

(আন্ জানি না বঁধু, তোমা ভিন্ন আন্ জানি না বঁধু, আমার তুমি ভজন, তুমি সাধন, তোমা ভিন্ন আন্ জানি না বঁধু !)

তেঞি সে পরাণে মরি ॥
বড় শুভক্ষণে, তোমা হেন ধনে,
বিধি মিলাইল আনি ।
পরাণ হইতে শত শত গুণে,
অধিক করিয়া মানি ।

(গুণের তুলনা নাই হে, তোমার গুণের তুলনা নাই হে, আমি কি দিয়ে তুলনা দিব, তোমার গুণের তুলনা নাই হে।)

অধিক করিয়া মানি ॥
গুরু গরবেতে তারা বলে কত
সেব গরল বাসি ।
তোমার কারণে গোকুল নগরে
দু-কুলে হইল হাসি ।

(কলঙ্কিনী যে বলে, আমার কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী যে বলে. গোকুলেতে গুরু জনে কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী যে বলে।)

দু-কুলে হইল হাসি ॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহে নাগর,
রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের চূড়ামণি হ'য়ে
সদাই অন্তরে থাকে।

(মিনতি রাখ, রাধার মিনতি রাখ, তিলেক ছেড়ে যেও না হে রাধার মিনতি রাখ।)

সদাই অন্তরে থাক ॥

১৪। উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী করেছি সার
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী গলার হার ॥

(আন্ জানি না ধনি, আমি তোমা ভিন্ন আন্ জানি না ধনি, আমার তুমি ভজন, তুমি পূজন, তোমা ভিন্ন আন্ জানি না ধনি।)

কিশোরী গলার হার ॥
শয়নে স্বপনে, গমনে কিশোরী,
ভোজনে কিশোরী আগে।

করে করি বাঁশী ফিরি দিবানিশি,
কিশোরীর অনুরাগে।

(ভ্রমণ করি দিবানিশি আমি ভ্রমণ করি, কিশোরীর অনুরাগে দিবানিশি আমি ভ্রমণ করি।)

কিশোরীর অনুরাগে ॥

কিশোরী চরণে পরাণ সঁপেছি,
ভাবেতে হৃদয় ভরা।
দেখ হে কিশোরি, অনুগত জনে,
ক'রো না চরণ ছাড়া।

(স্থান দিও হে, আমায় ঐ চরণে স্থান দিও হে, আমায় রাধার দাস ব'লে সবাই জানে, ঐ চরণে স্থান দিও হে!)

ক'রো না চরণ ছাড়া ॥

কিশোরীর দাস আমি পীতবাস,
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটিযুগ যদি, আমারে ভজয়ে,
বিফল জনম তার।

(অপরাধী যে হবে, ও সে রাধা অপরাধী যে হবে, তার ভজন পূজন বিফল হবে—রাধা অপরাধী হবে।)

বিফল জনম তার ॥

কহিতে কহিতে রসিক নাগর,
তিতল নয়নজলে।

চণ্ডীদাস কহে, নবীনা কিশোরী,

বঁধুরে করিল কোলে।

(বলে হৃদয়ে এস, হৃদয়ের ধন, হৃদয়ে এস; তিল আধ ছাড়া হ'বো না হে, হৃদয়ের ধন—হৃদয়ে এস।)

বঁধুরে করিল কোলে॥

রূপাভিষার

(১)

গৌরাঙ্গ লাবণ্য রূপে কি কহব এক মুখে

আর তাহে ফুলের কাঁচনি।

(কে সাজালে মা, কাঁচা সোনার অঙ্গ সাজে কে সাজালে মা, গৌর কাঁচা সোনার অঙ্গ ফুলের সাজে কে সাজালে।)

আর তাহে ফুলের কাঁচনি॥

সো চাঁদ মুখের হাঁসি জীবো নাগো হেন বাসি

আর তাহে ভাতিয়া চাহনি।

(অবলা বাঁচে. ইথে কি বল অবলা বাঁচে তার বাঁকা চাহনিতে অবলা বাঁচে।)

আর তাহে ভাতিয়া চাহনি॥

বিধি গড়ল রূপ ছাঁদে।

(কোন বিধি গড়েছে, নিরূপম গোরানিধি কোন বিধি গড়েছে নিরজনে আপন মনে বসে কোন বিধি গড়েছে।)

বিধি গড়ল রূপ ছাঁদে ॥

কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন

হিয়া মোর ধৈবজ না বাঁধে।

বাঁধতেও নারি প্রাণ কেমন কেমন করে রূপ দেখিবার লাগি ধৈরজ না বাঁধে হিয়া মোর।

বিধিরে বলিব কি করেছে কুলের ঝি

আর তাহে নহি সতন্তরি।

সতন্তরি নই সদা গুরুজনের মাঝে রই সতন্তরী নই।)

আর তাহে নাহি সতন্তরি ॥

গেল কুল লাজ ভয় পরাণ রহিবার নয়

মনের অনলে পুড়ে মরি।

(ধিকি ধিকি জলে তুষের অনলের মত জলে আগুন দ্বিগুণ জ্বলে।)

মনের অনলে পুড়ে মরি ॥

কহিব কাহার আগে কহিলে পিরীতি ভাঙ্গে

পরাণ পুতলি মোর কাঁদে।

(কাঁদে পরাণ গৌরাঙ্গের লাগি ।)

পরাণ পুতলি মোর কাঁদে ॥

নয়নান্দের বাণী শুন শুন ঠাকুরাণী

ঠেকিলা গৌরাঙ্গ প্রেম ফাঁদে।

(ঠেকিলা গৌরাঙ্গ প্রেম ফাঁদে ঠেকেছে ধনি রূপের ফাঁদে। ঠেকিলা গৌরাঙ্গ প্রেম ফাঁদে)।

(২)

দেখে এলাম তারে সখী দেখে এলাম তারে

এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে।

(নয়নে কি ধরা যায় গো ধরাতে ধরে না যেরূপ সেরূপ নয়নে কি ধরা যায় গো।)

এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে ॥

বেঁধেছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া
মাথায় ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া।

(কোন বিনোদিনী বেঁধে দিয়েছে তার বিনোদ শিরে বিনোদ চূড়া কোন বিনোদিনী বেঁধে দিয়েছে।)

মাথায় ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া ॥

কালিয় বরণ খানি চন্দনেতে মাখা
আমা হতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা।

(গেল কুল আর রইল না গো কুলেতে কলঙ্ক হলো কুলনাশা রূপ হেরে গেল কুল আর রইল না গো।)

আমা হতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥

মোহন মুরলি করে কদম্ব হেলন
দেখিয়া শ্যামের রূপ হইলাম অচেতন।

(আমাতে কি আমি ছিলাম রূপ দেখে সই জ্ঞান হারালাম আমাতে কি আমি ছিলাম।)

দেখিয়া শ্যামের রূপ হইলাম অচেতন ॥

পাসরিলাম সব কর্ম্ম নিজ দেহ গেহা
জ্ঞান দাসেতে কহে শ্যামের ঐছন লেহা।

(এই ত রীতি কৃষ্ণ দেখার এই ত রীতি কুলের বাহির হতে হয় গো দেহ গেহ সব ভুলিয়া।)

জ্ঞান দাসেতে কহে শ্যামের ঐছন লেহা ॥

(৩)

কি রূপ হেরিনু কালিন্দী কূলে
অতি অপরূপ কদম্ব মূলে।

(এমন রূপ ত কভু দেখি নাই গো, আমি নিতি নিতি যাই আসি, এমন রূপ ত কভু দেখি নাই গো।)

অতি অপরূপ কদম্ব মূলে ॥
অচলা চপলা সহিত তায়,
মৃগাঙ্ক রহিত শশাঙ্ক উদয়।

(এক অকলঙ্ক চাঁদ উঠেছে কালিন্দী কূলে এক অকলঙ্ক চাঁদ উঠেছে।)

মৃগাঙ্ক রহিত শশাঙ্ক উদয় ॥
নাচিছে ময়ূর জলদ পরি,
অলি কুল সব চাঁদকে ঘিরি।

(মেঘের উপরে ময়ূর নাচছে কালিন্দী কূলে।)

অলি কুল সব চাঁদকে ঘিরি ॥
আরও অপরূপ কহিতে নারি,
যথায় মেঘ তথায় না বহে বারি।

(যথায় তথায় বরিষণ হয় না স্থান না পেলে।)

যথা মেঘ তথা না বহে বারি ॥
হৃদি মাঝে মেঘ প্রবেশ করি,
নয়নের পথে বহয়ে বারি।

(কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদে নিরজনে আপন মনে বসে।)

নয়নের পথে বহয়ে বারি ॥

বিকচ সরজ মিলিত বিধু,
মেঘের গরজে অমৃত মধু।
(দেখ্‌লাম চাঁদে কমলে মিশামিশি।)
মেঘের গরজে অমৃত মধু॥
মোর মনে হয় বিজুরী হৈয়া,
জড়ায়ে রহিগে ও মেঘে যাইয়া।
(জনমের মত জড়ায়ে রহিগে ও মেঘে যাইয়া তোরা আর দেখতে পাবি না গো জনমের মত জড়ায়ে রব।)

জ্ঞান দাস কহে নহে ত আন।
যা কহিলে ধনি সেই সে প্রমাণ।
(যা দেখেছ তাই বটে কালিন্দী কুলে সেই কদম্ব তরু মুলে যা দেখেছ সেই বটে।)

যা কহিলে ধনি সেই সে প্রমাণ॥

(৪)

সখী সনে রূপের কথা কইতে ছিল বসি।
হেন কালে নিকুঞ্জেতে বাজল শ্যামের বাঁশী॥
(বাঁশী বেজে যে উঠল রাধা রাধা রাধা বলে বাঁশী বেজে যে উঠল।)
হেন কালে নিকুঞ্জেতে বাজল শ্যামের বাঁশী॥
ললিতারে কহে রাই ব্যথিত অন্তরে।
শোন সখি কোন কুঞ্জে বাঁশী ডাকে মোরে॥
(কোথায় বা বাজে রে অভাগিনীর নাম ধরে বাঁশী কোথায় বা বাজে রে।)

সখীগণ কহে রাই কি আর বিচার।
রাধা মোহনে ভনে এই যুক্তি সার ॥

(এই তো সময় গো হরি দরশনে যাবার আমাদের এই তো সময় গো ঘুমায়েছে সব জন এই তো সময় গো।)

রাধা মোহনে ভনে এই যুক্তি সার ॥

(৫)

ললিতা উল্লাস প্রাণী স্ুবর্ণের চিরুণী আনি
ধীরে ধীরে আচরয়ে চূল।
বিশাখা কবরী বান্ধে করি মনোহর ছান্দে
সারি সারি দিয়া নানা ফুল ॥
চিত্রা সময় জানি সুবর্ণের সিঁথি আনি
যতনে দেয়ল সিঁথী মূলে।
চম্পক লতিকা ধনী অপূর্ব্ব সিন্দূর আনি
যতনে পরায়ল ভালে ॥
নানা রত্ন কর্ণ মূলে রত্ন দেবী পরাইলে
শোভা অতি কহনে না যায়।
সুদেবী হরিষ হইয়া গজমতি হার লইয়া
গলে দিয়া নিরখিয়া রয় ॥
বাকী আভরণ ছিল তুঙ্গবিদ্যা পরাইল
ইন্দুরেখা পরায় নুপুর।
গোবিন্দ দাস অভিলাষী হইতে রাধার দাসী
তবহি মনোরথপুর ॥

(দে চরণ বাড়ায়ে দে আজ আমি নুপুর পরায়ে দি তোর ঐ চরণ দুখানি, বুকে রেখে আজ আমি নুপুর পরায়ে দি।)

(৬)

জয় জয় জয় বিজয়ী কুঞ্জে কুঞ্জর বর গামিনী
প্রেম তরঙ্গে ভরল অঙ্গ সঙ্গে বরজ রমণী ॥

(চলল ধ্বনি হরি অভিসারে আজ চলল ধ্বনি যায় যেন সব চাঁদের মালা রূপে বৃন্দাবন করে আলো ।)

প্রেম তরঙ্গে ভরল অঙ্গ সঙ্গে বরজ্ রমণী ॥
গগন মণ্ডল অতি নিরমল সারদ সুখদ যামিনী ।
নীল বসন হাটক বরণ ঝটকত ঘন দামিনী ॥

(চাঁদ উঠেছে হাঁসি হাঁসি পূর্ণ চাঁদ উঠেছে মেঘাবরণ সরাইয়ে।)

নীল বসম হাটক বরণ ঝটকত ঘন দামিনী ॥
তানা নানা সুললিত বীণা গান করত সজনি ।
রুনু ঝুনু ঝুনু নুপুরে নুপুরে বোলত নুপুর কিঙ্কিণী ॥

(বীণা বাজে বীণা বাজে আনন্দেতে গান করে মধুর পঞ্চম স্বরে আনন্দেতে গান করে।)

রুনু ঝুনু ঝুনু নুপুরে নুপুরে বোলত নুপুর কিঙ্কিণী ॥
বাজে রবাব বীণ পাখওয়াজ ঠমকী ঠমকী চলনি ।
যন্ত্র তন্ত্র তাল মান ধনি ধনি নব যৌবনী ॥

(আনন্দ আর ধরে না রে ঠমকি ঠমকি চলে তালে তালে পদ ফেলে।)

যন্ত্র তন্ত্র তাল মান ধনি ধনি নব যৌবনী ॥
মিলন শ্যাম কুঞ্জধাম নিরুপম রস সায়নি ।
গোবিন্দ দাসের সুখের নাহি ওর হেরি শ্যাম মন মোহিনী ॥

(মিলন দেখবে বলে আজ আনন্দ আর ধরে না রে গোবিন্দ দাসের স্থখের নাহি ওর হেরি শ্যাম মন মোহিনী।)

আদরে আগুসরি রাই কো করে ধরি
জানুর উপরে পুনঃ রাখি ॥

(বলে এস এস প্রেমময়ি আসা পথ চেয়ে দাঁড়ায়ে আছি এস এস প্রেমময়ি।)

নিজ কর কমলে চরণ যুগ মোছয়ি
হেরইতে চরথির আঁখি ॥

(চেয়ে যে রইল রে রাধা বদন পানে নাগর।)

তনু তনু মিলল উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন মিলল হেম ॥
কনক লতায় যেন তরুণ তমাল।
নব জলধরে যেন বিজুরী রসাল ॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম তরঙ্গ ॥
দুহুঁক অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দ দাস দুহুঁক গুণ গান ॥

(অমনি থাকুক যুগল ও কিশর কিশোরী অমনি থাকুক অমনি থাকুক অমনি থাকুক যুগল শ্যামের বামে রাই দাঁড়াল শ্যামের কাল অঙ্গ গৌর হোল রাই অঙ্গের আভা লেগে শ্যাম হোল গৌরাঙ্গ।)

(জয় রাধে রাধে গোবিন্দ জয়।)

অতিরিক্ত পদাবলী

১

দেশী বরাড়ী—তাল অষ্টতাল।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমূদী,
হরতি দর তিমিরমতি ঘোরম্।
স্ফুরদধর-সীধবে, তব বদন-চন্দ্রমা,
রোচয়তি লোচন চকোরম্॥ (ক)
প্রিয়ে চারুশীলে, মঞ্চু, ময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো, দহতি মম মানসং
দেহি-মুখ কমল মধু পানম্॥ ধ্রু ॥ (খ)
সত্যমেবাসি যদি, সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর-নয়ন শরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং,
যেন বা ভবতি সুখ-জাতম্॥ (গ)
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব-জলধি রত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নম্॥ (ঘ)
নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদ রূপম্।

কুসুম-শরবাণ ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণ মিদ মেতদনুরূপম্॥ (ঙ)
স্ফুরতু কুচ-কুম্ভয়ো রুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্।
রসতু রসনাপি তব, ঘন জঘন মণ্ডলে,
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্॥ (চ)
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয় রঞ্জনং
জনিত রতি-রঙ্গ-পরভাগম্।
ভনমসৃণ বাণী, করবানি চরণ দ্বয়ং
সরল লসদলক্তক রাগম্॥ (ছ)
স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনারুণো
হরতু তদুপাহিত বিকারম্॥ (জ)
ইতি চটুল চাটু-পটু চারু মুরবৈরিণো,
রাধিকামধিবচন জাতম্।
জয়তি পদ্মাবতী রমণ জয়দেব কবি
ভারতী-ভণিত-মতিশাতম্॥ (ঝ)

বিভাষ—তাল দশকুশী।

২

নয়ানের দাগ বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কাল।

প্রভাতে উঠিয়া দেখিলুঁ বদন
দিন যাবে আজু ভাল ॥
তাম্বূলের দাগ বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ।
আমা পানে চাঞা ফিরিয়া দাঁড়াও হে
ভাল করি রূপ দেখি ॥
নীল কমল বদন সুন্দর
ঝামর হয়্যাছে সেহ ।
কোন রসবতী পায়্যা রসনিধি
নিঙাড়ি লয়্যাছে সেহ ॥
কোন রসবতী পায়্যা প্রাণপতি
সব রস হরি নেল ।
কমল বদনে মধু পিবইতে
ভ্রমর বরণ ভেল ॥
কুটিল নয়নে কহিছে সুন্দরী
করিয়া অধিক তাড়া ।
কহে নরহরি আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা ॥

ধানশী

৩

চন্দ্রাবলী সনে কুসুম শয়নে
সুখেতে ছিলেন শ্যাম ।

প্রভাতে উঠিয়া ভয়ে ভীত হৈয়া
আসিলা রাধার ঠাম ॥
গলে পীতবাস করিয়া সাহস
দাঁড়াইল রাইয়ের আগে ।
দেখে ফুল মালা তাম্বুলের ডালা
ফেলিয়াছে রাই রাগে ॥
নাগর দেখিয়া মানিনী না চাহে
আছেন আপন কোপে ।
ভয়ে যে ভূরুর ভঙ্গিম দেখিয়া
নাগর তরাসে কাঁপে ॥
রোষেতে নাগরী থাকিতে না পারি
নাগরেরে পারে গালি ।
চণ্ডীদাস ভনে লম্পটের সনে
কথা কৈলে তবু ডালি ॥

৪

শ্রীরাগ—একতালা ।

প্রেম কারিকর মোরা যত সখীগণ ।
নিতি নিতি ভাঙ্গি গড়ি পিরীতি রতন ॥
দেহ ভাতি নাসা চুঙ্গি নিঃশ্বাস পবন ।
অন্তর হাফরে উদ্দীপন হুতাশন ॥
তদুপরে আছে দুই মূস কুচদ্বয় ।
জ্বাল করি প্রেম-রতন ভক্তি সোহাগায় ॥

অনুরাগ হাতুরী আছে করিতে গঠন।
শ্রদ্ধা পাইনে জোড়াই প্রেম-রতন
আকুল্য নিশাদল তাহাতে লাগাই।
বিশ্বাস্ রসান দিয়া মার্জ্জন করাই॥
গোবিন্দ দাস কহে রাই কেন ভাব।
শ্যাম-প্রেমধন এবে এখনি মিলাব॥

৫

শ্রীরাগ—তাল একতাল।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী॥
পীত পীন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়াহ নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি।
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর॥
রূপে গুণে যৌবন ভুবনে আগালি।
বিহি নিরমিল তোহে পিরীতি-পুতলী॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥

৬

ধানশী—তাল দশকুশী।

শুন রাই বিনোদিনী, আমি সে তোমার ঋণী
তুয়া ঋণ নারিলাম শোধিতে।
শোধিতে তোমার ধার মনে করি কতবার
পুন আরবার হ'লো জনমিতে॥
কলিতে পুরিয়া কালি কলিজা কাগজ করি
খত দিলুঁ নিজ হাতে লিখিয়া।
কত রৈল তব হাতে খাতক কৈলা নন্দসুতে
খালাস হব তব গুণ গাইয়া॥
খত ছাড়াইতে যদি ধন নাহি দেয় বিধি
ব্যাজ লাগি কি বুদ্ধি করিব।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি লোটাঞা মাখিব ধূলি
ইহা বই আর না পারিব॥

যথারাগ।

৭

সোণার গৌরাঙ্গ চাঁদে
উরে করে ধরি ফুকরি ফুকরি
হা নাথ বলিয়া কান্দে॥
গদাধর মুখে ছল ছল আঁখে
চাহয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ি।

ঘামে তিতি গেল সব কলেবর
থির নয়নে নেহারি
বিরহ অনলে দহয়ে অন্তর
ভসম না হয় দেহ ।
কি বুদ্ধি করিব কোথা বা যাইব
কিছু না বোলয়ে কেহ ॥
কহে হরিদাস কি বলিব ভাষ
কিসে হেন হৈল গোরা ।
জ্ঞানদাস কহে রাধার পিরীতি
সতত সে রসে ভোরা ॥

৮

ভাটিয়ারি—তাল একতাল ।

শুন লো বড়াই বুড়ি তুমি সে নাটের গুঁড়ি
আনিয়া করিলি পরমাদ ।
মোর মনে যত ছিল সকলি বিফল হৈল
দূরে গেল ঘর যাবার সাধ ॥
দুকূলে বহিছে বা কাঁপিছে রাধার গা,
নন্দসুত নবীন কাণ্ডারী ।
তরণী নবীন নয় ভার দিতে করি ভয়
ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি ।
হাসি বলে গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই
অশ্ব গজ কত করি পার ।

দেবতা গন্ধর্ব্ব কত   পার হৈছে শত শত
যুবতী যৌবন কত ভার ॥
শুন বিনোদিনী রাই   নয়ান ইঙ্গিতে চাই
কানু মন করিলেন চূরি ।
হাসি হাসি ধীরে ধীরে   ভাঙ্গা তরণী পরে
আঁচলে ধরিল যাই হরি ॥
সখীগণ দেখি রঙ্গ   আনছলে দেই ভঙ্গ
রাই কানু রহে এক পাশে ।
কাম কলহ বাদ   পূর। মনের সাধ
হরষিত দেখে বংশী দাসে ॥

৯

সুরাই।

ডুবল ডুবল ছলনা করি ।   উচ্চস্বরে কহিছে হরি ॥
গুড়া ঝাপি উঠিল জল ।   ভয়েতে কাঁপিছে রমণী সকল॥
হুতাসে নিশ্বাস ছাড়য়ে রাই ।   বঁধুর গলেতে ধরিল যাই ॥
রাইকে লইয়া বিনোদ নেয়ে ।   ঝাঁপ দিল জলে আকুল হ'য়ে ।
ডুবিল দোহার মনের আশা ।   দূরেতে হেরয়ে মাধব দাস ॥

জয় জয়ন্তী—তাল দশকুশী।

প্রথম যৌবন ভার   তাহে লহ পসার
এত ভার সহে কার নায় ।

তোমা রূপ দেখিয়া আকুল হইল হিয়া
সাগর উছলে বিনা বায় ॥
গোয়ালিনী হিত বলি জলে ফেল কাঁচলী
মাথার ঘুংমটা ফেল বেশ।
আগা চাপি ভরা ভরা, গুড়া চাপি পানি মার
আমা করি কত লাজ বাস ॥
যদি নদী করে বল নৌকা যাবে রসাতল
কি করিব ওনা ঢেউ সার।
তোর হৃদয়ের মাঝে দুটী পয়োধর আছে
সেই ভরা করিব সাগরে ॥
গঙ্গারে মানহ ধবল ছাগল
সূর্য্যেরে মানহ চিত।
আমারে মানহ সুরতি আলিঙ্গন
তবে সে চাপায়্যা দিব ভিত ॥

১১

মল্লার।

কহ সখি, কি করি উপায়।
নায়ের নাবিক হৈয়া এ যৌবন চায় ॥
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল।
নায়্যার গলার মালা মোর গলে দিল ॥
যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে।

কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নায়্যা মোরে কোলে করি নিল॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি, না ভাব বিষাদ।
নন্দের নন্দন নায়্যা কিসের পরমাদ॥

———

১২

ভাটিয়ারী।

না যাও নবীন কাণ্ডারী।
ঝলকে উঠয়ে জল ভয়ে কাঁপ্যা মরি॥ ধ্রু॥
ত্বরায় তরণী লৈয়া তীরে আইলা শ্যাম।
সফল করিলা বিধি পুরিল মনস্কাম॥
নবনী মাখন ছানা যে ছিল পসারে।
সকল দিলেন শ্যাম নাগরের করে॥
অঞ্জলি অঞ্জলি করি করিলা ভোজন।
সভে মেলি চলিলেন আপন ভবন॥
আইলা মন্দিরে রাই সখীগণ সঙ্গে।
হরিবে বসিলা ধনী প্রেমের তরঙ্গে॥

———

১৩

শ্রীশ্রীহরিদাস বন্দনা।

শ্রীরাগ।

জয় জয় প্রভু মোর ঠাকুর হরিদাস।
যে করিলা হরিনামের মহিমা প্রকাশ॥
গৌর ভক্তগণ মধ্যে সর্ব্ব অগ্রগণ্য।
যার গুণ গাই কান্দে আপনে চৈতন্য॥
অদ্বৈত যে জানেন হরিদাসের মহিমা।
তেঁহো সে জানেন হরিদাসের মহিমা॥
নিত্যানন্দ চাঁদ যারে প্রাণ হেন জানে।
চরণ পরশে মহী দেহ ধন্য মানে॥

১৪

সহচর সহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা।

প্রভু মোর গৌরচন্দ্র প্রভু মোর নিত্যানন্দ,
প্রভু সীতানাথ আর।
পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীবাস রামাই
ঠাকুর শ্রীসরকার॥
মুরারী মুকুন্দ শ্রীজগদানন্দ
দামোদর বক্রেশ্বর।
সেন শিবানন্দ, বসু রামানন্দ,
সদাশিব পুরন্দর॥
আচার্য্য নন্দন, বুদ্ধিমন্ত খাঁন,
ছোট বড় হদিদাস।

বাসুদেব দত্ত, রাঘব পণ্ডিত,
জগদীশ তার পাশ ॥
আচার্য্য রতন, গুপ্ত নারায়ণ,
বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর।
শ্রীধর বিজয়, শ্রীমান সঞ্জয়,
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর ॥
পণ্ডিত গরুড় শ্রীচন্দ্রশেখর,
হলায়ুধ গোপীনাথ।
গোবিন্দ মাধব, ঘোষ বাসুদেব,
সুধানিধি আদি সাথ ॥
পণ্ডিত ঠাকুর দাস গদাধর,
উদ্ধারণ অভিরাম।
রামাই মহেশ, ধনঞ্জয় দাস,
বৃন্দাবন অনুপম ॥
ঠাকুর মুকুন্দ, শ্রীরঘু নন্দন,
চিরঞ্জীব সুলোচন।
বৈদ্য বিষ্ণুদাস দ্বিজ হরিদাস,
গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥
গোবিন্দ শঙ্কর আর কাশীশ্বর,
রামাই নন্দাই সাথ।
রায় ভবানন্দ, সুত রামানন্দ,
গোপীনাথ বাণীনাথ ॥

নীলাচল বাসী, সার্ব্বভৌম কাশী,
মিশ্র জনার্দ্দন আর।
শ্রীশিখী মহাতি, রুদ্র গজপতি
ক্ষেত্র সেবা অধিকার॥
গোসাঞি স্বরূপ, সনাতন রূপ,
ভট্ট যুগ রঘুনাথ।
শ্রীজীব ভূগর্ভ, গোসাঞি রাঘব,
লোকনাথ আদি সাথ॥
যতেক মহান্ত, কে করিবে অন্ত,
গৌরাঙ্গ সবার প্রাণ॥
গোরাচাঁদ হেন সবে কৃপাবশ,
প্রেম ভক্তি কর দান॥
ইহা সবাকার, যত পরিবার,
সন্তান আছয়ে যার।
গৌর ভকত, আর যত যত,
সবে কর অঙ্গীকার॥
অধম দেখিয়া, করুণা করিয়া,
সবে পূর মোর আশ।
কাতর হইয়া, গুণ সোঙরিয়া,
কান্দয়ে বৈষ্ণব দাস॥

———

১৫

সহচর সহ শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা (প্রাকারন্তর)

যথারাগ ।

জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈত গৌরাঙ্গ ;
জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র ॥
জয় জয় রোহিণী নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ ।
জয় জয় মহা বিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র ॥
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ ।
জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ ॥
জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারী মুকন্দ ;
জয় জয় দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত ॥
জয় জয় তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ ।
জয় জয় পঞ্চ পুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ ॥
জয় জয় উড়িয়া গৌড়িয়া আদি গৌর ভক্ত বৃন্দ ।
আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরাঙ্গ ॥
সবে মিলে কর দয়া আমি অতি মন্দ ।
কৃপা করি দেহ মোরে চরণার বৃন্দ ॥

১৬

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বন্দনা ।

যথারাগ

জয় জয় যদুকুল জলনিধি চন্দ ।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দ কন্দ
জয় জয় জলধর শ্যামর অঙ্গ
হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥

শুধই সুধাময় মুরলী-বিলাস।
জগজন-মোহন মধুরিম হাস
অবনী-বিলম্বিত বনি বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততহি রসাল॥
তরুণ-অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥

১৭

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা।

শ্রীরাগ

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতম্।
ব্রজবনিতা-কুচ কুঙ্কুম ললিতমু॥
বন্দে গিরিবর ধর পদ কমলম্।
কমলা-কর কমলাঙ্কিত মলম্॥ ধ্রু॥
মঞ্জুল মণি নূপুর-রমণীয়ম্।
অচপল কুল রমণী কমনীয়ম্॥
অতি লোহিতং-মতি রোহিত ভাষম্।
মধু মধুপীকৃত গোবিন্দ দাসম্॥

১৮

শ্রীশ্রীরাধিকা বন্দনা।

কাণাড়া

বন্দে শ্রীবৃষভানু সুতা পদম্।
কমল নয়ন লোচন সুখ সম্পদম্॥
কমলান্বিত সৌভগ-রেখাঙ্কিতম।

. ললিতাদি-কর-যাবক রঞ্জিতম্ ॥
বংসেবয় গিরিধরমতিমণ্ডিত।
রাস-বিলাস নঠরসপণ্ডিত।
নখর-মুকুর-জিতি-কোটি-সুধাকরম্।
মাধব-হৃদয়-চকোর মনোহরম ॥

১৯

সাক্ষাৎ দর্শন।

কি রূপ হেরিনু মধুর মূরতি
পিরিতি রসের সার।
হেন লয় সনে, এ তিন ভুবনে,
তুলনা নাহিক তার ॥
বড় বিনোদিয়া চুড়ার টালনী
কপালে চন্দন চাঁদ।
জিনি বিধুবর. বদন সুন্দর,
ভুবন মোহন ফাঁদ ॥
নব জলধর, রসে ঢর ঢর,
বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গের ভূষণ, রজত কাঞ্চন,
মণি মুকুতার মালা ॥
জোড়া ভুরু যেন, কামের কামান,
কেনা কৈল নিরামণ।
তরল নয়ানে, তেরছ চাহনি,
বিষম কুসুম বাণ ॥

সুন্দর অধরে, মধুর মুরলী,
হাসিয়া কথাটী কয়।
দ্বিজ ভীম কহে, এরূপ নাগর
দেখিলে পরাণ রয়॥

২০

তুড়ী

কি পেখলু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো,
বিকাইনু তার আঁখি ঠারে॥
নিতি নিতি আসি যাই, এমন কভু দেখি নাই,
কিক্ষণে বাড়াইলাম পা ঘরে।
গুরুয়া গরব কুল, নাশাইল কুলবতী,
কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে॥
কামের কামনা জিনি, ভূরুর ভঙ্গিমা গো,
হিঙ্গুলে বেড়িয়া দুটি আঁখি।
কালিয়ার নয়ন বাণ, মরমে হানিল গো,
কালাময় আমি সব দেখি॥
চিকণ কালার রূপে, আকুল করিল গো,
ধরনে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গারিয়া, মুখানি মাজিল গো,
যদু কহে কত সুধা দিয়া॥

২১

চিত্রপট দর্শন।

কালিয়ার রূপ, মরমে লাগিয়া
সোয়াথ না রহে মনে।
বিরলে বসিয়া, সখীরে কহয়ে,
দেখাইলে রহে প্রাণে ॥
এ বোল শুনিয়া, বিশাখা ধাইয়া,
শ্যাম কলেবর দেখি।
রাইয়ের গোচরে, দেখাবার তরে
পটের উপর লেখি ॥
আনি চিত্রপটে, রাইয়ের নিকটে,
সমুখে রাখিল সখী।
সে রূপ দেখিয়া মুরছিত হঞা
পড়িল কমলমুখী ॥
মন্দাকিনী পারা কত শত ধারা
ও দুটী নয়ানে বহে।
করহ চেতন পাবে দরশন
এ দাস উদ্ধব কহে ॥

সমাপ্ত